খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
HAPPY
2025
NEW YEAR
বড়দিন
ক্রিসমাসে বেল বা ঘন্টা এবং স্টার কেন ?
কিভাবে বড় দিনে এলো কেক
বড়দিনের আনন্দ দুই ধরনের
বড় দিন

SANJEEVANI HEALTHCARE

Jagannathpur, P.O. Bidhannagar, P.S. Phansidewa, Dist. Darjeeling, Pin-734426
Mob. : 93396 16852, 79085 12329, 7864064483
E-mail : sanjeevani.bnxr@gmail.com

- All kinds of Orthopedic Surgery
- Arthascopy Surgery
- All kinds of General/Laparoscopy Surgery
- OPD Facility
- IPD Facility
- USG 3D
- USG Color Doppler

24x7
Emergency
Facility Available

- Pathology (Fully Computerized)
- I.C.U.
- N.I.C.U.
- 24 Hour's Doctor's Facility
- Pain Management Unit
- Day Care Management
- Digital X-Ray (300mA) With Cr System

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

Er. Vaskar Biswas

Civil Engineer & Govt. Valuer

Contact Nos :
+91-94741-01321, 98320-68560
email : creatorvb@rediffmail.com
94, S.N. Bose Road, Deshbandhupara, Siliguri-734004

TERAI NURSING INSTITUTE

APPROVED BY WBNC & INC

"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের
STUDENT CREDIT CARD মাধ্যমে GNM NURSING COURSE এ ভর্তি করান এবং নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী ক্ষমতায়ন এ একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহন করুন

Free Addmission in Nursing GNM Course

Contact us for more information

99331-76656

www.terainursing.com

Wishing you and your family Merry Christmas & Happy New Year, 2025

May this festive season be filled with good health, happiness, and warmth.

With best compliments from

Thalamus Institute of Medical Sciences

Your trusted state-of-the-art **Multi Speciality Hospital** in Fulbari, Siliguri

SPECIALITIES:

- Neurosurgery (Brain & Spine)
- Neurology
- Neuropsychiatry
- Cardiology
- Nephrology & Dialysis
- General Medicine
- Pulmonology (Chest Medicine)
- Urology
- Surgical Gastroenterology
- Plastic Surgery
- Orthopaedics & Joint Replacement
- General & Laparoscopic Surgery
- ENT, Head & Neck Surgery
- Interventional Radiology
- Oral & Maxillo-Facial Surgery
- Anesthesia & Critical Care Medicine
- Emergency Medicine

SERVICES:

- 24x7 Emergency & Trauma Care
- 24x7 Critical Care Unit
- 24x7 Pharmacy
- 24x7 MRI / MRA / MRCP
- 24x7 CT Scan (128 Slice)
- 24x7 Digital X-Ray
- 24x7 Laboratory
- Ultrasonography
- Color Doppler
- ECG / Echocardiography
- Holter Monitoring
- TMT
- Cardiac Care
- Hemodialysis Unit
- Private & Semi Private Cabins
- High End Cathlab
- Angiography / Angioplasty / DSA
- Stroke Unit
- Health Check-Up
- NCS / EMG / EEG
- High Dependency & Recovery Unit
- Endoscopy / Colonoscopy
- Laboratory Medicine
- Day Care

Thalamus
Institute of Medical Sciences

03561-354100

wecare@thalamushospital.com

www.thalamushospital.com

Address: Battalion More, Fulbari, Siliguri - 734015

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VIII Issue-04
1st November-31st November 2024 X-MAS
অষ্টম বর্ষ-সংখ্যা-০৪ বড়দিন ৯ই পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
অক্টোবর ২০২৪ বড়দিন

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

ভালো চিন্তার নাম প্রভু যীশু.....অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়.....০৩
বড় দিন.....কবিতা বনিক.....০৪
বাংলা ভাষা.....অশোক রায়.....২১
ক্রিসমাসে বেল বা ঘন্টা এবং স্টার কেন?.....সুব্রত দাস.....২১
কিভাবে বড় দিনে এলো কেক.....দীপক রায়.....২২
নতুন বছরে অঙ্কন, ফুটবল খেলা.....নবকুমার বসাক.....২৩
বড় দিন ও নতুন বছরের অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সঙ্গে.....পূজা মোক্তার...২৩
নতুন বছর ভালো হোক.....সুজিত ঘোষ.....২৫
নতুন বছর ভালো হোক.....মৃনাল পাল.....২৫
শান্তি চাই.....নির্মল কুমার পাল.....২৫
চারদিকে শান্তির পরিবেশ তৈরি হোক...বিশপ ভিনসেন্ট আইন্ড...২৬
মনুষ্যত্বের মর্যাদা.....চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী.....২৮
বড়দিনের আনন্দ দুই ধরনের....প্রিসকিল্লা ইলোরা টিগ্গা লাকড়া.....৩১
সবাই মিলে একসঙ্গে বড়দিন.....সুশীলা কেরকেট্টা.....৩২
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর.....৩৫
সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা.....ভাস্কর বিশ্বাস.....৩৬

ঃ কবিতা ঃ

আমরা কি শান্তিতে আছি.....গোপা দাস.....০৬
নববর্ষের শুভেচ্ছা.....মুকুল দাস.....০৬
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে দেশ জননী.....কবি চন্দ্রচূড়.....০৭
আশ্রয়.....অশোক পাল.....০৭
আশ্রয়.....তন্ময় ঘোষ.....১৭
প্রার্থনা.....অদিতি চক্রবর্তী.....২৪

ঃ অণুগল্প ঃ

ঠিকানা.....ধনঞ্জয় পাল.....০৯

ঃ প্রতিবেদন ঃ

পরিবেশ দূষণ থেকে বাড়ছে ডিমনেশিয়া, জানাচ্ছেন নিউরোসার্জেন.....১০
ইতিবাচক ভাবনার অনুশীলনে কি সুফল মেলে, চিকিৎসক কি বলছেন.....১২
দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, ঘরের কাছেই উন্নত আধুনিক চিকিৎসা এই হাসপাতালে.....১৪
বয়স্ক অসহায়দের চিকিৎসা ফি লাগবে না এই চিকিৎসা কেন্দ্রে.....১৫
সংসার সামলে কিভাবে ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, উদাহরণ এই মহিলা.....১৬
এবারে পৌষ মেলা ঘিরে উদ্দীপনা.....১৮
আলিপুরদুয়ারের শামুকতলায় ক্যারল অনুষ্ঠান.....১৮
ঈশ্বর পুত্র যীশুখ্রীষ্ট.....১৯
বড় দিে কেন ক্রিসমাস ট্রি?.....২০
প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন.....২০
তোমাকে যে ঘৃনা করে, যে তোমার শত্রু তাকেও তুমি ভালোবাসো.....২৪
প্রভু যীশুখ্রীস্ট আমাদের সহনশীলতা, প্রেম, শান্তি এবং ক্ষমার মহান দর্শন শিখিয়েছেন.....৩৩
সৃষ্টির শুরুতে সব খারাপ ছিল, খারাপকে ভালো করতেই পরম ঈশ্বর তাঁর প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে পাঠান.....৩৪
প্রভু যীশুর প্রেম ও শান্তির দর্শন নিয়ে অনুষ্ঠান.....৩৪

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

১) ক্ষমা করো তুমিও ক্ষমা পাবে।

২) দান করো , প্রতিদানে তুমিও পাবে আর তুমি যেমন দেবে ঠিক ততখানি ফেরত পাবে।

৩) ধার দিও ফেরত পাবার কথা না ভেবে, বিনিময়ে তুমি মহা পুরস্কার পাবে।

৪) ধন্য দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।

সম্পাদকীয়

বড় দিন এবং নতুন বছর ২০২৫

২৫ ডিসেম্বর, বড় দিন। প্রভু যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন উদযাপিত হয় এই সময় বিশ্ব জুড়ে।সমস্ত গির্জায় হয় প্রার্থনা সভা থেকে অন্য অনুষ্ঠান। ২০২৪ সালেও হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের পরিবেশ চলছে। হানাহানি , রক্তপাত , অশান্তি কিসের বার্তা দেয়? আমরা যীশুখ্রিস্টের প্রেম ও শান্তির দর্শন কতটা অনুসরন করতে পেরেছি? শুধু ঈশ্বর পুত্র যীশুখ্রিস্ট কেন, বিশ্ব জুড়ে বহু মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। তাঁরা আমাদের আলোর রাস্তায় চলার জন্য নানা পথ দেখিয়েছেন। আমরা কতটা সেই সব রাস্তায় হাঁটতে পেরেছি? ফলে আমাদের মন, মস্তিস্ক , শরীর থেকে শুরু করে প্রকৃতি পরিবেশ সব উষ্ণ হচ্ছে। বড় দিন শেষ হতে না হতেই নতুন বছর আসে। এবারে আসছে ২০২৫। চলতি একবিংশ শতক পঁচিশ বছরে পা দিচ্ছে। বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিগত চব্বিশ বছরে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। যন্ত্র সভ্যতা অনেক দূর এগিয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চলে এসেছে আজ। যন্ত্রই যেন সব গ্রাস করছে। মানুষ ও পরিবেশের কল্যানে যে যন্ত্র কাজে লাগছে তা অবশ্যই স্বাগত। উন্নয়নের জন্য যে বিজ্ঞান প্রযুক্তির যন্ত্র কাজে লাগছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু যন্ত্র যে আমাদের গ্রাস করে নিচ্ছে। আমাদের মনও যন্ত্রের মতো হয়ে উঠছে। যন্ত্রগুলোতো আর রক্ত, মাংস দিয়ে তৈরি নয়। যন্ত্রগুলোর মধ্যেতো আর আত্মা নেই। ফলে মানুষের মেধা, মানুষের বুদ্ধি যে যন্ত্র থেকে এগিয়ে থাকবে তা স্বাভাবিক। প্রশ্ন হলো, পঁচিশ বছরে আমরা পা দিচ্ছি অনেক যন্ত্র নিয়ে কিন্তু আমাদের মনের কতটা উন্নতি হয়েছে? আমাদের মানবিকতা বা মনুষ্যত্বের কতটা বিকাশ হয়েছে? ফলে আমরা মন সাবালক কতটা হতে পেরেছে? যেদিন পৃথিবী থেকে হিংসা চিরতরে মুছে যাবে, যেদিন পৃথিবীতে ধনীদরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না, যেদিন রাস্তার ধারে মানুষ পড়ে থাকবে না, যেদিন রাস্তার কুকুরগুলো ডাস্টবিন থেকে খাদ্য সংগ্রহ করবে না, যেদিন একটিও গাছ কাটা পড়বে না, যেদিন পৃথিবী জুড়ে শান্তি এবং যোগ অর্থাৎ পরম শক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সবসময় সংযোগ হওয়ার অনুশীলন হবে সেদিন বলতো পারবো আমরা সাবালক হয়েছি। আর তা হতে পারলেই পরম শক্তিমান ঈশ্বর এই পৃথিবী ধ্বংস করে তাঁর নতুন সৃজনের রাস্তা পরিস্কার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা

আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

ভালো চিন্তার নাম প্রভু যীশু

অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় (কর্ণধার, আনন্দ ধারা সঙ্গীত একাডেমি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ বড় দিনের শুভেচ্ছা। নতুন বছরেরও আগাম শুভেচ্ছা। বড় দিন মানে প্রভু যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন বা আবির্ভাবের শুভ সময়। গাব্রিয়েলের এক দূত গালিল দেশের নাসরত নগরে বসবাস করে কুমারী মরিয়মকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলে, ' মরিয়ম তুমি যোসেফের বাগদত্তা হবার পূর্বে কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হবে। তোমার কোলে এক পুত্র সন্তান জন্মাবে। যার নাম যীশু রাখা হবে। তিনি মহান হবেন, যাকবের কুলের ওপর যুগ যুগ ধরে রাজত্ব করবেন। ' যোসেফ তখন জানতে পারে মরিয়ম গর্ভবতী , তখন মনে মনে মরিয়মকে ত্যাগ করার কথা ভাবে। যোসেফ ধার্মিক ছিলেন সাধারণের কাছে নিন্দার পাত্র হবে ভেবে এই ভাবনা তাঁর আসতে থাকে এমন সময় ঈশ্বরের এক দূত তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন, " ভয় করো না। মরিয়মকে গ্রহন করো। তার সন্তান পবিত্র আত্মা থেকে জন্ম নেবে। তার নাম যীশু রাখা হবে। এই সন্তান আমাদের তথা বিশ্বের ত্রাণ কর্তা। যার নাম ইম্মানুয়েল রাখা হবে। এর অর্থ ঈশ্বর আমাদের সাথে। " যোসেফ নিদ্রা থেকে জেগে উঠে ঈশ্বরের আদেশ মতো মরিয়মকে গ্রহন করলেন। প্রসবের আগে পর্যন্ত মরিয়মকে গোপনে রাখলেন। বড় দিন অর্থাৎ যীশুর জন্মদিন। বড় দিন বলি কারণ তিনি হলেন জগতের ত্রাণ কর্তা। পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে মানুষ রুপে জগতে পাঠিয়েছিলেন। যারা বিশ্বাস করেছেন যে যীশুই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র , তারা পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন যীশুর জন্মদিন উৎসবকে কেন্দ্র করে ক্যারল, কেক কাটা, প্রার্থনা, বাইবেল বিতরন এইসব কর্মসূচি গোটা ডিসেম্বর মাস ধরে চলতে থাকে। একমাত্র এই উৎসব যেটা সকলের উৎসব, যেখানে ধনী দরিদ্র নতুন জামা পুরনো জামা বিলাসিতা কোনো কিছুই গুরুত্ব পায় না। এই সময় জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা করা হয়। ঈশ্বর জগৎকে প্রেম করার জন্য কিছুদিনের জন্য পবিত্র আত্মা থেকে জন্ম যীশুকে পাঠিয়েছেন আমরাও যেন যীশুকে বিশ্বাসের সাথে গ্রহন করে জগতকে প্রেম দেখাতে পারি। পরিবার থেকে প্রতিবেশী সকলকে ভালোবাসা দিতে পারি।

ভালো চিন্তার নাম যীশু।

বড় দিন বড় দিন প্রভু যীশুখ্রিস্টের শুভ জন্মদিন।

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

বড় দিন

কবিতা বনিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

প্রজাপতির তিন পুত্র -- দেবতা, মানুষ ও অসুর। এই তিন পুত্র ব্রহ্মচর্যপালন করার পর পিতার কাছে উপদেশ চাইলেন। প্রজাপতি "দ" অক্ষর দিয়ে তাদের সবাইকে উপদেশ দান করে বললেন তোমরা বুঝেছ? দেবতারা বললেন "দম্যত" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন করার উপদেশ দিলেন। প্রজাপতি খুশি হলেন। হা তোমরা বুঝেছ।

মানুষদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বুঝলে? মানুষেরা বললেন "দত্ত" অর্থাৎ দান কর এই আপনার উপদেশ। প্রজাপতি খুশি হয়ে বললেন তোমরাও বুঝেছ। এই অসুরদের পালা। অসুরেরা বললেন বুঝেছি "দয়ধ্বম" অর্থাৎ দয়া কর। প্রজাপতি খুশি হলেন, বললেন তোমরাও বুঝেছ। প্রজাপতি এই তিনটি "দ" দিয়ে মানব জীবনের মূল মন্ত্র ঘোষনা করলেন। দম, দান, দয়া এই তিনটি যাদের আয়ত্ত হয়েছে মর্ত্যে তারা দেবতা তুল্য।

সত্ব, রজোঃ,তমো এই তিনটি গুণে দেবতা, মানুষ ও অসুরের সৃষ্টি হয়েছে। দেবতারা ভোগী ছিলেন বলে তাদের ইন্দ্রিয় সংযম করতে উপদেশ দিলেন। মানুষ লোভী বলে দান করতে বললেন। এবং অসুরেরা খু ক্রোধী তাই তাদের দয়ালু হতে উপদেশ দিলেন।

মানুষের মধ্যে দেবতা, মানুষ ও অসুরের স্বভাব বর্তমান। কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার স্বরুপ। এর মধ্যে প্রধান শত্রু হল কাম। ইন্দ্রিয়গুলিই হল কামের আশ্রয় স্থান। ইন্দ্রিয় হল আমাদের চোখ, কান, নাক, ত্বক, জিভ। এদের দ্বারা আমাদের দৃশ্যানুভূতি, শ্রবণাভূতি,ঘ্রাণানুভূতি, স্পর্শানুভূতি ও স্বাদানুভূতি হয়। মাথা হল ইন্দ্রিয়দের রাজা। যে সব ইন্দ্রিয়দের নিয়ন্ত্রন করে। কাম বা কামনা মন, বুদ্ধিকেও বশীভূত করে। তাই বিচার করে কামনা পরিত্যাগ করা উচিত। সুন্দরের প্রতি আকর্ষন যা চোখের কাজ। কানে শোনা নিন্দে-মন্দ, কুকথায় নিজেকে

GOD IS LOVE
CHRIST MISSION ASHRAM

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা

PHILADELPHIA PRESSBYTERIAN CHURCH

Shantinagar, Bowbajar, Post: Dabgram
Siliguri-734004,Dist.: Jalpaiguri,West Bengal
Mobile : 9733034987
Rev. Ranjan R Das

জড়ানো, নাকের সাহায্যে গন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া , ত্বকের সাহায্যে স্পর্শসুখ উপভোগ করা, জিভের সাহায্যে লালসা বেড়ে যাওয়া এসব কাম বা কামনা, বাসনা আমাদের শত্রুর মতো সর্বদাই উত্তেজিত করে। মন, বুদ্ধি, নষ্ট করে পাপের পথে ঠেলে দেয়।

ভোগ করলে কাম আরও উত্তেজিত হয়। তাই প্রজাপতি দেবতাদের ''দ'' অক্ষর দিয়ে দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন করতে উপদেশ দিয়েছেন। সে কারণে যত্নের সাথে ইন্দ্রিয় দমন খুব প্রয়োজন।

যত্নের সাথে মনের জোর দিয়ে দমন না করলে কাম বাধা পেলেই ক্রোধ তৈরি হয়। ক্রোধ বা রাগ থেকে নানান অশান্তি এমন কি মৃত্যুও হয়। ফলে কাম জ্ঞানের তেজ মলিন করে। কাম জ্ঞান ও বিবেক শক্তিকে প্রকাশিত হতেই দেয় না।

প্রথম কাজ রাগ দমন করা।

রাগ এর বিপরীত হল দয়া। পরোপকার প্রবৃত্তি বা দয়ার মনোভাব যত বাড়বে ততই রাগ কমবে। লোভও কাম-ক্রোধ জাতীয়। প্রজাপতি লোভী মানুষদের ''দ'' অক্ষর দিয়ে দান করতে বলেছেন। দানের ফলে শত্রু জয় করা যায় ।দানের মাধ্যমে বিদ্যা লাভ হয়। এমন কি-- ধর্ম , অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গ ফল লাভ হয় একমাত্র দানের দ্বারা। মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখেও যদি দান করতে ইচ্ছে না জাগে তাহলে তাকে মনুষ্যত্বহীন বলা হয়। মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্যই দান কর্তব্য। সব অমঙ্গল দানে নষ্ট হয়। কোন দেহে কাম, ক্রোধ, লোভ থাকলে তা পন্ডিত বা মূর্খ সকলেই সমান। অতএব ''দ''কারের সাধনাই মানুষের একমাত্র ধর্ম।

আমরা কি শান্তিতে আছি?

গোপা দাস
(সঙ্গীত শিল্পী, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

কে এই হিন্দু কে এই মুসলমান?
জগতে জীব হিসেবে মানুষ বুদ্ধিমান।
সেখানে বিভেদ অর্থ
যন্ত্রণার পরিকাঠামো।
আহার যেমন জীবের সুস্থতাকে ধরে রাখে,
তেমনি সুস্থ সমাজ গড়ে উঠুক হিংসা ভুলে।
পরমার্থ কি চেয়েছিল ধর্ম নিয়ে সংঘাত
হোক?
মানবিক সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া
হোক।
বন্ধ হোক অসহনীয় অসুস্থতা।

নববর্ষের শুভেচ্ছা

মুকুল দাস
(বয়স ৯৯, শরৎ পল্লী , হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

নববর্ষ এলো দিন যায় পূব থেকে পশ্চিমে,
সময়কে সঙ্গে নিয়ে সকাল সন্ধ্যা পাক খায়
সুপ্রভাত বলি রোজ,
বলি শুভ নববর্ষ।
শুভেচ্ছার ছড়াছড়ি চারিদিকে।
আমার ভান্ডার বুড়ো হয়েছে, কতটুকু আছে
শুভেচ্ছা ওখানে জানা নাই আমার।
তথাপি যতটুকু আছে দিলাম বিলায়ে ভালো
থেকো সবাই তোমরা দেশে-বিদেশে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে দেশ জননী

কবি চন্দ্রচূড়

(নির্মলেন্দু দাস, বিজ্ঞানী ও কবি, শরৎ পল্লী , শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালছে অবুঝ সবুজ
পরিকাঠামোয়,
মেঘ থাকে না আকাশে,
গর্জে না তড়িৎ সৃষ্টি রহস্যে,
বারুদের গন্ধ ভরা বাতাসে,
থাকে শত শত মৃত্যুর কুয়াশা কণা,
মানুষ থাকে না সমাজে,
ভয়ে লুকায় ঘন জঙ্গলে,
পালিয়ে বেড়ায় দিনে কিম্বা রাতে,
ঠাঁই নেই মাটিতে,
বিদ্রোহ কি তুমি সেই অচেনা মুখ সভ্য
জগতে?
বুকে ঠেকাও শানিত ত্রিশূল,
এসব কি দেখি, মাংস খায় চতুর শকুন।
কোথাও নেই ভাষা সমন্নয়তার,
খাতায় চলে না কলম,
পৌঁছে গেছি আদিমতায়
বিশ্রি গন্ধ তাজা রক্তে
জন্মেছে যে শিশু শিখছে,
মাতৃস্নেহ হীন অরাজকতা।
নেই স্বাধীনতা,
হৃদয়হীন মানুষেরা পুরুষত্বহীন,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে দেশ জননী।
ভাগ্যহীন।

আশ্রয়

অশোক পাল

(ফুল বাগান, মুর্শিদাবাদ)

এ আমার দেশ
এত বিবাদের মধ্যেও শিরদাঁড়া
সোজা রেখে বাঁচা
আগামীর স্বপ্ন বুকে নিয়ে
নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে!
এ আমার দেশ
দিন বদলায়
চেনা মুখগুলো সময়ের সাথে
পরিবর্তন করে নেয় !
এ আমার দেশ
অগণিত চোখ প্রত্যেক দিন খোলা
আকাশের নীচে কত না লেখা আকাঙ্খা
বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে
বাসস্টপ রেলের ঝুপড়ি ঘরে!
এ আমার দেশ
আরেক দিকে আলো ঝলমলে নগর সভ্যতা
অট্টালিকা গগনচুম্বী
পিতৃ স্মৃতি মাতৃ স্মৃতি কত নামের
কতনা আশ্রয়ে বাতি দেবার পর্যন্ত
কেউ নেই----!
ভাড়াটিয়া সন্ধ্যা ভুলেছে!
এ আমার দেশ
শুধুমাত্র একটি আশ্রয়ের জন্য
লাখো প্রতিভার সলিলসমাধি ঘটে অহরহ!

JESUS WAS BORN ONCE .BUT WE CELEBRATE HIS BIRTH ANNIVERSARY EVERY YEAR . THIS IS PARTLY TO REPEAT OUR EFFORT TO SEEK HIS PRESENCE AMONG THE POOR,THE DOWNTRODEN, THE WOUNDED,THE FORSAKEN AND MAKE A DIFFERENCE IN THEIR LIVES. LET US BRING GOOD NEWS OF LOVE,PEACE & HARMONY IN THE LIVES OF THE NEEDY. WISH YOU ALL A VERY HAPPY CHRISTMAS! BISHOP VINCENT AIND,CATHOLIC DIOCESE,BAGDOGRA

ঠিকানা

ধনঞ্জয় পাল, শিলিগুড়ি

শ্রমিকেরা কুড়াল দিয়ে কুল গাছটায় বারবার কোপ মারছে আর কাকটা পাশের বাড়ির দেওয়ালে বসে চোখের জল ফেলছে।

কোনো এক বসন্তের দিনে এই বাড়ির কুল গাছটায় কাকটা জীবনসঙ্গীর সাথে একটা নীড় বেঁধেছিল। কুল গাছটা ছিল বিশাল বড়ো এক পুরানো গাছ। ওর মতো আরও অনেক পাখি এই গাছে বাস করতো। শীতকালে এই গাছে খুব মিস্টি কুল ধরতো । এই বাড়ির পাঁচ বছরের ছেলেটার যতো বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশি এসে কুল পেড়ে খেতো।

কিন্তু ওই শিশুটার এক দুরারোগ্য ব্যাধি হতেই বাড়িতে এক শোকের ছায়া নেমে এলো। এরপর মাঝে মাঝেই চার চাকা গাড়ির আনাগোনা শুরু হলো। তারপর একদিন এই বাড়ির লোকেরা সব আসবাবপত্র নিয়ে নদীর পাড়ে চলে গেলো নতুন ঠিকানায়। কাক আর ওর সঙ্গিনী দেখতো রাতে বাড়িটা শ্মশানোর মতো নিস্তব্ধ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

এরপর একদিন শ্রমিকেরা এসে হাতুড়ি দিয়ে বাড়িটা ভাঙতে আরম্ভ করলো। কাকটা বুঝতে পারলো এই বাড়িতে ওদের থাকবার দিন ফুরিয়ে আসছে।

ঠিক তাই। দেখতে দেখতে চোখের সামনে কাকের ছোট্ট নীড় সহ কুল গাছটা দাড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়লো।

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা

Best Wishes for a joyous Christmas filled with love, happiness and prosperity ! May all that is beautiful, meaningful and bring you joy be yours this Holy season and throughout the coming year! Merry Christmas and wish you all the happiness to all my people.

Fr. WILLIAM TIRKEY

PARISH PRIEST

OUR LADY QUEEN CATHOLIC CHURCH

PRADHAN NAGAR

SILIGURI

MOBILE : 8016134423

পরিবেশ দূষন থেকে বাড়ছে ডিমনেশিয়া,জানাচ্ছেন নিউরোসার্জন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পরিবেশ দূষন আজকের সময়ে এক বড় সমস্যা। পরিবেশ দূষন থেকে মানুষের শরীরে কি কি রোগের সূত্রপাত ঘটে তা নিয়ে গবেষনা শুরু হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে এক গবেষণায় জানা যাচ্ছে, এখন বহু মানুষের ডিমনেশিয়া রোগ বাড়ছে। ডিমনেশিয়া মানে হলো ভুলে যাওয়ার প্রবণতা। পরিবেশজনিত দূষন বাড়তে থাকায় এই ডিমনেশিয়া বাড়ছে বলে এক গবেষনায় জানা যাচ্ছে। শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ফুলবাড়ির থ্যালামাস ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস এর নিউরোসার্জন ডাঃ সফি আহমেদ রিজভি এই তথ্য জানিয়েছেন খবরের ঘন্টাকে। তিনি জানিয়েছেন, মানুষের জীবনশৈলীর পরিবর্তন, অতিরিক্ত মোবাইল আসক্তি, খাওয়াদাওয়ার ধরন, পরিবেশ দূষন থেকে বহু রোগ বাড়ছে। আজকাল অনেকের ঘুম কমে গিয়েছে। ঘুম কমে যাওয়ার দরুন অ্যালঝাইমার্স বাড়ছে। ঘুম কম হলে মস্তিস্কে এক ধরনের টক্সিক বৃদ্ধি পায়। আর সেই টক্সিক বৃদ্ধি পেলে অ্যালঝাইমার্স রোগ দেখা দেয়। ঘুম ভালো হলে মস্তিস্কে টক্সিক বাড়তে পারে না। ফলে অ্যালঝাইমার্সও মাথা চাড়া দিতে পারে না। ডাক্তার সফি আহমেদ রিজভি আরও বলেন, বাংলাতে তাঁরা লক্ষ্য করছেন শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ ভাত বেশি গ্রহন করেন বা কার্বোহাইড্রেট বেশি গ্রহন করেন। তরে সঙ্গে শরীর চর্চা করেন। এছাড়া তেল বা মশলা বেশি গ্রহন করেন। ফলে ডায়াবেটিস আর হাইপারটেনশন এখানে ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে। এর থেকে বাঁচতে হলে কার্বোহাইড্রেট গ্রহন করার প্রবনতা ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে। এবং শরীর চর্চা কিছুটা হলেও করতে হবে। এছাড়া মদ্যপান এবং ধূমপান ভয়াবহ ক্ষতি করছে স্বাস্থ্যের। যাঁরা মদ্যপান বেশি করেনতাদের কোনো ট্রমা দুর্ঘটনার পর তাদের কাছে নিয়ে আসার পর ব্রেন অপারেশন করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন, মস্তিস্কে রক্তপাত বেশি হচ্ছে। ফলে সেই সব রোগীর অপারেশন বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY

Reg. No. S0007690 of 2019-2020

'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'

আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125

IFSC CODE, SBIN0014549

Google pay, phonepe no 7908846581

With Best Compliments From :

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন – সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY
निःस्वार्थ सेवा

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR,
WARD NO. 40, SILIGURI-734006

ইতিবাচক ভাবনার অনুশীলনে কি সুফল মেলে, চিকিৎসক কি বলছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ঘুম কি কম হচ্ছে নাকি? মাথার মধ্যে নেতিবাচক ভাবনা কি ঘুরপাক খাচ্ছে নাকি? ইতিবাচক ভাবনা কি মাথায় আনতে পারছেন না? সবসময় খারাপ দেখছেন, খারাপ শুনছেন। তবে কিন্তু আপনার জীবন বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। নেতিবাচক ভাবনার জেরে স্ট্রেস হরমোন আপনার শরীরে বেড়ে যেতে পারে, তার থেকে হৃদরোগ, ব্রেন স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, রক্তচাপ বৃদ্ধি, ডিমনেশিয়ার মতো নানা রোগ আপনাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখতে পারে। তবে এর থেকে বাঁচার উপায় কি? আপনাকে ইতিবাচক ভাবনার অনুশীলন করতে হবে। ইতিবাচক কিছু দেখতে হবে, ইতিবাচক কিছু শুনতে হবে। ইতিবাচক ভাবনাকে সঙ্গে রাখলে আপনার শরীরে স্ট্রেস হরমোন নিঃসরন কমে যায়। তাতে আপনি ভালো থাকবেন। ইতিবাচক ভাবনার মনোভাব বৃদ্ধি করার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে একটি হলো নিয়মিত মেডিটেশন অনুশীলন করা। সঙ্গে ভালো করে ঘুমোতে হবে। পারলে ভোরে ঘুম থেকে উঠে একটু হাঁটাহাঁটি করুন। আরা যারা নেতিবাচক ভাবনা নিয়ে পড়ে আছে তাদের থেকে যতটা সম্ভব নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন। ইতিবাচক ভাবনা এবং নেতিবাচক ভাবনার বিজ্ঞান নিয়ে খবরের ঘন্টার কাছে এইসব বক্তব্য মেলে ধরেছেন তরুন নিউরোসার্জন ডাক্তার সফি আহমেদ রিজভি। ফুলবাড়িতে অবস্থিত থ্যালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস এর তিনি একজন বিশেষজ্ঞ নিউরোসার্জন। মস্তিস্কের গুরুতর অসুস্থতা বা দুর্ঘটনা নিয়ে উপস্থিত হওয়া মৃত্যুপথযাত্রী মুমুর্ষ মানুষকে বাঁচিয়ে

সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা

২০২৫ সালে আমাদের আবেদন

"মানসিক রোগ সম্পর্কে জানুন, সচেতন হউন এবং অন্যকে সচেতন করুন।"

মনে রাখবেন মানসিক রোগ সঠিক চিকিৎসায় সম্পূর্নরুপে নিরাময়যোগ্য

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্রে

১)যুব ভারতী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, গেট বাজার, এন জে পি, শিলিগুড়ি
(প্রতি সোমবার দুপুর তিনটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত)
২) রাজবংশী রিপ মিনিস্ট্রি, নিম তলা, কাওয়াখালি, মেডিক্যাল কলেজ যাওয়ার রাস্তায়
(প্রতি শুক্রবার দুপুর তিনটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত)
৩)ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিস, ফাঁসিদেওয়া (প্রতি বুধবার দুপুর দুটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত)
ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন, বাগডোগরা, দার্জিলিং
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৪-২৭০৯৬ ও ৬২৯০৭২১৯১৩

সাম্প্রতিককালে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন নিউরোসার্জন ডাক্তার সফি আহমেদ রিজভি। ওই থ্যালামাস ইনস্টিটিউটের প্রধান কর্নধার তথা বিশিষ্ট নিউরোসার্জন ডাক্তার মলয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ডাক্তার সফি সহ অন্য চিকিৎসকরা দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন। ডাক্তার সফি প্রতিদিন ব্রেন অপারেশন করছেন। আসন্ন নতুন বছর ২০২৫ সাল নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, নতুন বছরে সবাই ভালো থাকুন। ইতিবাচক ভাবনার মন আরও বৃদ্ধি পাক।অপরদিকে থ্যালামাস ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস এর কনসালটেন্ট অ্যানাসথেসিস্ট এন্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ টিকানাথ শর্মা বলেন, বর্ষ বরনের রাতে মানে ৩১শে ডিসেম্বর অনেকে জোরে বাইক চালান। অনেকে মদ্যপান করে বাইক নিয়ে ছোটেন। মাথায় হেলমেট থাকে না। ফলে তারা দুর্ঘটনায় পড়েন এবং তার ফলে মৃত্যুও হয়। হেলমেট না পড়ে বাইক চালানোর জেরে বহু দুর্ঘটনার পর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠছে অনেকের। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই প্রবনতা বেশি। তিনি তাই সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, অপারেশন থিয়েটারে বসে এমন বহু দুর্ঘটনার রোগী পাচ্ছেন যাদের মাথায় হেলমেট ছিলো না বাইক চালানোর সময়। বর্ষ বরনের রাতেও এমন দুর্ঘটনা খুব হয়ে থাকে। তাই সাবধান।

সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা

উত্তরবঙ্গ ফুটবল কাপ ২০২৫

২০ থেকে ২৩শে মার্চ

পরিচালনায় শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও অল ইন্ডিয়া মতুয়া নমঃশূদ্র উন্নয়ন পরিষদ
সহযোগিতায় বিবেকানন্দ ক্লাব, জয়নাথ সিংহ ময়দান, ফয়রানিজোত, রানিডাঙা, শিলিগুড়ি।

১) মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট
২) অনুর্ধ্ব ১৫ ফুটবল টুর্নামেন্ট
৩) ৪০ বছরেরও বেশি বয়সীদের নিয়ে ভেটারেন্স টুর্নামেন্ট

এছাড়া দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও অঞ্চলের ছয় হাজার ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা।

দক্ষিন ভারতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, ঘরের কাছেই উন্নত আধুনিক চিকিৎসা এই হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মস্তিস্ক চিকিৎসায় গোটা উত্তর পূর্ব ভারতে এক নজির সৃষ্টি করেছেন নিউরোসার্জন ডাক্তার মলয় চক্রবর্তী। এক সময় পথ দুর্ঘটনায় শিলিগুড়ি এবং আশপাশে কেও যদি মাথায় চোট পেতেন তবে তাঁকে দ্রুত কলকাতা রেফার করতে হোত। আর কলকাতায় নিয়ে যেতে যেতেই বহু মানুষের মৃত্যু হোত। ফলে পথ দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পাওয়া মানুষজনের জীবনসংশয় হয়ে উঠেছিলো। সেই সময় বিশিষ্ট নিউরোসার্জন ডাক্তার মলয় চক্রবর্তী শিলিগুড়ি এসে চিকিৎসা শুরু করেন। এবং তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়া লোকজনদের মৃত্যু মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস শুরু হয়। শিলিগুড়িতে মস্তিস্ক চিকিৎসার উন্নতি কিভাবে ঘটানো যায় তারজন্য তিনি সবসময় অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন। একসময় শিলিগুড়ি এস এফ রোডে গড়ে তোলেন তাঁর নিজস্ব নার্সিং হোম। সেই নার্সিং হোমের আরও উন্নত আধুনিক রুপ আজকের থ্যালামাস ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস। ফুলবাড়িতে সেই থ্যালামাস ইন্সটিটিউট শুরু হয়েছে অল্প কিছুদিন হলো। মস্তিস্ক চিকিৎসার এতো আধুনিক ব্যবস্থা উত্তর পূর্ব ভারতের কোথাও নেই। ফুলবাড়িতে অবস্থিত থ্যালামাস ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসে মস্তিস্ক চিকিৎসার পাশাপাশি কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, জেনারেল সার্জারি, পেডিয়াট্রিক্স সব চিকিৎসা শুরু হয়েছে। আগামী বছর থেকে স্ত্রী রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। ডাক্তার মলয় চক্রবর্তীর অনুপস্থিতিতে সেই নার্সিং হোমের বিশেষজ্ঞ নিউরোসার্জন ডাঃ সফি আহমেদ রিজভি এবং ডাক্তার টিকানাথ শর্মা বলেন, দক্ষিন ভারতে চিকিৎসার জন্য অনেকে দৌড়ে যাচ্ছেন। দক্ষিন ভারতে যাওয়া আসা, থাকাখাওয়ার পিছনে যা খরচ হয় তার চেয়ে বলা চলে অনেক কম খরচে ঘরের কাছে এখন উন্নত আধুনিক চিকিৎসা হচ্ছে থ্যালামাস ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসে। প্রতিদিন গড়ে সেখানে দুতিনটি করে ব্রেন সার্জারি হচ্ছে। এমনকি রোগীর অবস্থা বেশি গুরুতর হলে রোগীর আগ্রহ অনুযায়ী মুম্বাই দিল্লি থেকেও চিকিৎসকরা ফুলবাড়ির থ্যালামাসে এসে চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। সেই থ্যালামাস ইন্সটিটিউটে হেলিপ্যাড ব্যবস্থা চালু করার প্রচেষ্টাও চলছে। নতুন বছরে আরও নতুন ভাবনা, আরও নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামছে এই থ্যালামাস ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস।

বয়স্ক অসহায়দের চিকিৎসা ফি লাগবে না এই চিকিৎসা কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাইরে থেকে শিলিগুড়ি শহরে পৌঁছে নার্সিং হোমে চিকিৎসা করানোর নাম শুনলে ইদানীং এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। আতঙ্ক এই কারনে যে নার্সিং হোমে অতিরিক্ত বিল। শিলিগুড়ি শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আধা শহরের মানুষের মধ্যে এই আতঙ্ক কাজ করে যে , শিলিগুড়ি শহরে নার্সিং হোমে চিকিৎসা করাতে গেলে গলা কেটে নৃশংসভাবে বিল বা টাকা আদায় করা হয়। এমনকি অভিযোগ যে , মৃত্যুর পরও কোনো মানুষের মৃত্যু ঘোষনা না করে তার পরিবার থেতে অতিরিক্ত বিল আদায়ের জন্য সি সি ইউতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছু নার্সিং হোমের এই পৈশাচিক মানসিকতার দরুন বহু মানুষ বিরক্ত। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি মহকুমার বিধান নগরের জগন্নাথ পুরে এক ভিন্ন ধর্মী চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হলো। সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার নামে সেই বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রটির উদ্বোধন হয় সম্প্রতি। চা বাগান, আনারস বাগান ঘিরে থাকা বিধান নগর ও তার আশপাশের বহু মানুষ আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর। অসুখ বিসুখ হলেও তাঁরা আতঙ্কে শিলিগুড়ি শহরের নার্সিং হোমের দিকে পা বাড়ান না। আর বয়স্ক মানুষদের অবস্থাতো আরও করুন। আর আজকাল রোগ ব্যাধি থেকে শুরু করে সামাজিক নানা সঙ্কটের জেরে প্রচন্ড কষ্টে রয়েছেন বয়স্ক মানুষেরা। বহু বয়স্ক মানুষ কোনো বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। অনেকেই বিনা চিকিৎসায় বাড়িতে পড়ে থাকছেন। এইরকম চূড়ান্ত অমানবিক এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে সামাজিক দায়বদ্ধতার এক নজির তৈরি করছে সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার। সেই হেলথ কেয়ারের অন্যতম ডিরেক্টর বাপ্পা সরকার বলেন, যাদের বয়স ষাট বছরের ওপরে তাদের চিকিৎসা করার জন্য তাঁরা কোনো ডাক্তারের ফি নেবেন না। আর চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য তারা বয়স্কদের কুড়ি থেকে ত্রিশ শতাংশ ছাড় দেবেন। বাপ্পাবাবুদের এই মানসিকতার তারিফ করেন এস জে ডি এর বোর্ড সদস্য কাজল ঘোষ থেকে শুরু করে মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলের ব্যতিক্রমী প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শিবেশ ভৌমিক সহ আরও অনেকে। সেই বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এস জে ডি এর বোর্ড সদস্য কাজল ঘোষ, মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলের ব্যতিক্রমী প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম, মহকুমা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি রুমা রেশমি এক্কা, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী শিবেশ ভৌমিক, চিকিৎসা কেন্দ্রের ডিরেক্টর বাপ্পা সরকার, মানস সরকার সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। প্রাথমিকভাবে দশটি বেড নিয়ে এই চিকিৎসা কেন্দ্র শুরু হয়েছে। সেখানে ২৪ ঘন্টা চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে, সব ধরনের রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে কম্পিউটারাইজড। রয়েছে এক্স রে-র বন্দোবস্ত। শীঘ্রই চালু হবে ইউ এস জি। জেনারেল মেডিসিন, জেনারেল সার্জারি, অর্থো সার্জারি, পেইন ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে কার্ডিয়াক, নিউরো এবং ট্রমা কেয়ারের বন্দোবস্ত যাতে হয় তারও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সদ্যোজাত শিশুর চিকিৎসার বন্দোবস্ত রয়েছে সেখানে। বিধাননগরের জগন্নাথপুরে জাতীয় সড়কের ধারে এরকম চিকিৎসা কেন্দ্র শুরু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও আগ্রহ তৈরি হয়েছে। মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলের এম্বুলেন্সটিও আপাতত সেই চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হবে বলে সামসুল আলম জানিয়েছেন। এই চিকিৎসা কেন্দ্র শুরু হওয়ায় আশপাশের চোপড়া, সোনাপুর, ঘোষপুকুর সহ বিস্তীর্ন এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। এলাকায় যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তবে সেক্ষেত্রেও মুমুর্ষ মানুষের প্রান বাঁচাতে এই সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে সকলে বিশ্বাস করেন। ওই এলাকায় এতোদিন দুর্ঘটনা ঘটলে রোগীকে মেডিকেল কলেজ বা শিলিগুড়ি নিয়ে যেতেই রোগীর মৃত্যু হোত, সেই মৃত্যুর হারও অনেকটা কমিয়ে আনা যাবে বলে সকলের আশা। সবমিলিয়ে সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার শুরু হওয়ায় আশপাশের মানুষের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে এক অন্যরকম আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

সংসার সামলে কিভাবে ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, উদাহরন এই মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইতু দত্ত লিখে এনেছিলেন স্বরচিত কবিতা। সেই কবিতা শুনে গোটা হল ঘর হাত তালিতে ভরে উঠলো। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের সহ সম্পাদক স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ সেখানে জানালেন, কিভাবে একজন মহিলা স্বামী সংসার ধর্ম সব কিছু সম্পন্ন করে একটি বস্ত্র প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করিয়ে তুলছেন। সেই মহিলা লাভলি দেবের লড়াই সত্যি আজ অনুকরন করার মতো বিষয় হয়ে উঠছে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক দেবাশীষ ভট্টচার্য তাঁর সুন্দর সঞ্চালনার মধ্যে জানিয়ে দিলেন, আমরা আজ সর্বত্র শাশুড়ি বৌমার বিরোধ শুনতে শুনতে বিরক্ত কিন্তু এমন পরিবর্তনও রয়েছে যেখানে শাশুড়ি বৌমাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর জন্য সবসময় প্রেরনা দিচ্ছেন। আবার বৌমাও শাশুড়ির সেবা করছেন আন্তরিকতার সঙ্গে। সবমিলিয়ে এক সুন্দর স্বর্ণালি সন্ধ্যায় স্বর্ণালি বুটিকের এক অন্যরকম অনুষ্ঠানে বহু মানুষ এক সুন্দর ভালোবাসা বন্ধনে শক্তভাবেই জড়ালেন। আসলে লেকটাউনের স্বর্ণালি বুটিক শিলিগুড়ি এস এফ রোডের একটি হোটেলে শারদ সন্মান প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এবারে শারদোৎসবের দিনগুলোতে যাঁরা স্বর্ণালি বুটিকের বস্ত্র কিনে নিজেকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে প্রতিমা দর্শনে বেরিয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে দর্শকদের বিচারে দশজনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম স্থান অধিকার করেন অধ্যাপিকা ডঃ সংযুক্তা রাউত, দ্বিতীয় স্থান শিখা মল্লিক, তৃতীয় দিপীকা দাস। এর বাইরে পুরস্কৃতের তালিকায় ছিলেন ম্যানিলা বিশ্বাস ঘোষ, অঙ্কিতা দাস, দীপা মুখার্জি, বীনা বরাইক, সাহিদা খাতুন, আনন্দিতা দাস, পায়েল নাগ। ইতু দত্তের সঙ্গে সঙ্গে লাভলি দেবকে নিয়ে লেখা মিতা ভৌমিকের স্বরচিত কবিতা সকলের নজর কাড়ে। অনুষ্ঠানে লাভলিদেবীর শাশুড়ি মিতা দেব ছাড়াও স্বামী আশিস দেব, কাকা অলোক কর, কাকি শাশুড়ি রীতা দেব, ননদ মৌসুমি চৌধুরী সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ক্ষুদ্র একটি বস্ত্র প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে দিনকে দিন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় , কিভাবে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে শক্ত ভিত তৈরি করতে হয় তার এক উদাহরন হলেন এই লাভলি দেব। শিলিগুড়ি শক্তিগড়ে তাঁর বাড়ি। প্রচুর লড়াই সংগ্রামের পর আজ স্বর্ণালি বুটিক চারদিকে সুনাম অর্জন করেছে। যেসব মেয়ে ব্যবসা করে স্বনির্ভর হতে চায় তাদের কাছেও উদাহরন হয়ে উঠেছেন লাভলিদেবী। তাঁর দোকানের শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি সবেতেই সৃজনশীল হস্তশিল্পের ছাপও প্রতিফলিত হচ্ছে। ফলে সেই অনুষ্ঠানের স্বর্ণালি সন্ধ্যায় স্বর্ণালি বুটিকের শারদ সন্মান অনুষ্ঠানে সবাই সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবারও নতুন করে মধুর ব্যবহারের বন্ধনে জড়ালেন। নুপুর নন্দী সহ আরও অনেকের বক্তব্যে বারবার সেকথাই ফুটে উঠলো। স্বর্ণালি বুটিকের কর্ণধার লাভলি দেবও তাঁর বক্তব্যে আগামী দিনেও এভাবেই সকলের সহযোগিতা চাইলেন।

আশ্রয়

তন্ময় ঘোষ
(শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি)

লকডাউন নাম নিয়ে, আজ পৃথিবী
জড়ালো এক আইনে,
যদি তুমি না মানো,
তাহলে পড়বে শত ফাইনে।
চাকা বন্ধ হলো, সাথে সব কারখানা,
জানি না কি হবে ভিন রাজ্যের,
ভেবে কি হবে ভাই, সবার যা হবে তাই,
পরীক্ষা দেবো শুধু ধৈর্য্যের ।।
প্রতিদিন সকালেতে পায়চারি করি পথে,
শুধু অ্যাম্বুলেন্স এর চাকা দেখি বারবার।।
আজ নেই কোন হুড়োহুড়ি , শুধু পুলিশের
ছড়াছড়ি , লাঠি নিয়েই মারে শুধু ছয়-চার।।
হাওয়ায় খবর ভাসে, কত যে কষ্ট হয়,
কত স্থানে কত লোক মরছে,
তার সাথে দলা-দলি , সাথে কিছু বলা-বলি,
এভাবেই দিন চলে যাচ্ছে।
ভাবি আজ, আমাদের শ্রম নিয়ে রাত দিন
দিয়ে শেষে,
মালিক খেলছে আজ কোটিতে,
আজ সে সব দিন গেছে মালিকও ভুলে গেছে,
আশ্রয় আকাশের নিচেতে।
কিছুদিন খিচুড়ি, সাথে কিছু তরকারি,
এটাই এসেছে ত্রাণ থেকে,
এখন ত্রাণ-টান দূরে থাক কেউ দেয় না
ডাক,
খিদে নিয়েই শুয়ে রই এঁকে-বেঁকে।।
ক্ষুধার্ত শিশুর চিৎকার পারি না সইতে আর,
কোলে নিয়ে থাকি শুধু দোলাতে,
হাঁড়িতে পাথর দিয়ে, জল ফোটাতে
থাকি, পারি যদি কান্না ওর থামাতে।
ট্রেন-বাস বন্ধ,
ভুলে সব দ্বন্দ্ব,
তাড়াতাড়ি যেতে চাই গৃহেতে,
কেন্দ্র-রাজ্য শুধু চিঠি চালাচালি,
উদ্যোগে হয়েছে আজ ঘরে ফেরাতে।

এবারও পৌষ মেলা ঘিরে উদ্দীপনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শীত মাঠে পিঠেপুলি। তার সঙ্গে একটু এদিকওদিক ঘুরে বেড়ানো।কোনো মেলায় গিয়ে মেতে ওঠা। একটু গান, একটু নৃত্য, একটু তেলেভাজা, একটু নাগরদোলায় উঠে পড়া । বছর শেষের পর্বে বিষাদ দূর করতে এবারও প্রস্তুত উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা। শিলিগুড়ি মহাকাল পল্লীতে সূর্যসেন পার্কের পাশে মহানন্দা নদীর ধারে এবারের উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা শুরু হতে চলেছে ২১ ডিসেম্বর। সেই মেলা চলবে ২রা জানুয়ারি পর্যন্ত। গ্রীন বেঞ্চের অর্ডার নিয়ে মহানন্দা নদীর চর দখল রুখতে এবং মহানন্দা বাঁচানোর আবেদন নিয়ে এইপৌষ মেলার আয়োজন বলে শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের জানান পৌষ মেলা কমিটির তরফে জ্যোৎস্না আগরওয়ালা এবং নিধুভূষন দাস। ২১ ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে চারটের সময় মেলা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার আগে তিনটা নাগাদ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সামনে থেকে বের হয় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। প্রতিদিন দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত মেলা খোলা থাকছে। মেলার মাধ্যমে শুধু নদী বাঁচানোর আবেদন নয়, সামাজিক ও মানবিক অনেক কাজও অনুষ্ঠিত হয়। মেলা থেকে যে লাভ হয় সেই টাকায় সারা বছর ধরে বিভিন্ন রকম সামাজিক কাজ করা হয় ।ফলে আর দশটি মেলা থেকে এই মেলা একেবারে ভিন্ন ধর্মী। তাছাড়া উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলাকে ঘিরে প্রতিবছর বিভিন্ন সঙ্গীত শিল্পী এবং নৃত্য শিল্পীদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়। এবারেও সেই উৎসাহ তৈরি হয়েছে। নৃত্য এবং সঙ্গীত প্রতিভাকে এগিয়ে দিতেও এই মেলা এক অসামান্য ভূমিকা পালন করে আসছে বছরের পর বছর ধরে। এবারে মেলাতে আরও অনেক কিছু চমকও থাকছে। উত্তরবঙ্গের হারিয়ে যেতে থাকা রামায়নের পালাটিয়া গান, উত্তরবঙ্গের সম্পদ ভাওয়াইয়া সহ আরও অনেক কিছু বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ফুটে উঠতে চলেছে এই মেলায়।

আলিপুরদুয়ারের শামুকতলায় ক্যারল অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ২৫ ডিসেম্বর বড় দিন। তার আগে প্রাক বড় দিন এর প্রস্তুতি শুরু হয় বিভিন্ন স্থানে। বিভিন্ন স্থানে চলছে ক্যারল গান। আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা ফুটবল মাঠে ক্যারল গানের সম্প্রতি আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় গির্জার সদস্যরা সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি ইউনাইটেড খ্রিস্টান ফোরামের সহ সভাপতি কৌস্তভ দত্ত।

সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক

হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব

শিলিগুড়ি

ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্রিস্ট

পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভধারণ করেছিলেন যীশু খ্রিস্ট। মাতা মেরি যীশুকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। সারা জীবন যীশু খ্রিস্ট প্রচুর অলৌকিক কাজ করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খ্রিস্টান চার্চ।

খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র। রাজা হেরোদের শাসনে বেথেলহেমে জন্মগ্রহন করেছিলেন যীশুখ্রিস্ট। তাঁর মায়ের নাম ছিল মরিয়ম। আর তার স্বামীর ইউসুফ বা জোসেফ। রাজা দাউদের বংশধর ছিলেন তিনি।

যীশু খ্রিস্ট নিজেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন। নিউ টেস্টামেন্টে বিভিন্ন ব্যক্তিরা তাকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবেও বর্ণনা করেছেন।

একটি দরিদ্র ইহুদি পরিবারের এক আস্তাবলে জন্ম হয়েছিল যীশুর। যীশু তাঁর বাবা একজন কাঠমিস্ত্রীর ব্যবসা শিখলেও শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন পুরোপুরি মানবিক। মানুষের দুঃখ দেখলেই সেই দুঃখ কিভাবে দূর করা যায় তারজন্য যীশু শৈশব থেকেই নানারকম অলৌকিক কাজ শুরু করেন। অসংখ্য মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এসে এক পবিত্র জীবন লাভ করেছেন।

যীশু মানে হলো যিহোরা পরিত্রাণ আর খ্রিস্ট মানে হলো অভিষিক্ত।

যীশু হলেন ঈশ্বরের চিরন্তন পুত্র, যিনি মাংস ধারন করেছিলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করেছিলেন। তিনিই ঈশ্বর যিনি রক্ষা করেন এবং আজ্ঞাবহ দ্বিতীয় আদম যিনি আমাদের পাপের জন্য প্রকৃত , মানব রক্ত বয়েছেন।

যীশু তাঁর পারিবারিক ছুতার দোকানে বড়ো হয়েছিলেন। তাঁরা বাবা ছিলেন ছুতোর মিস্ত্রী। যীশুর বাবা-মা ছিলেন ধার্মিক এবং তারা ধনী ছিলেন না।

২৫ ডিসেম্বর যীশুর আবির্ভাব দিবস ধরে নিয়ে সেই দিনে বড় দিন পালিত হয়। এই বড় দিন এখন শুধু আর খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বড় দিন এখন সার্বজনীন। উপহার প্রদান, সঙ্গীত, বড় দিনের শুভেচ্ছা কার্ড বিনিময়, গির্জায় ধর্ম প্রার্থনা, ভোজ , ক্রিসমাস ট্রি, আলোকসজ্জা এইসব মিলিয়ে গির্জাগুলো সব সেজে ওঠে। বিভিন্ন স্থানে শান্তি এবং মঙ্গল প্রার্থনা হয় এই দিনে। গির্জা ছাড়া অনেকের বাড়িও আলোর মালায় সেজে ওঠে বড় দিন উপলক্ষ্যে। ক্রিসমাস ট্রির সঙ্গে সান্তাক্লজ , স্টার দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় বিভিন্ন বাড়ি।

With Best Compliments From :

Ph. 9832028164

IMGK

JAGADISH SARKAR

জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)

যুগ্ম সম্পাদক

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

বড় দিনে কেন ক্রিসমাস ট্রি?

ক্রিসমাস ট্রি-র এই প্রথা কয়েক হাজার বছর আগে উত্তর ইউরাপে শুরু হয়। বিশ্বাস করা হয় , এই গাছ পজিটিভ ভাইভ নিয়ে আসে। সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে মনে করা হয় এই গাছকে। বাড়িতে এই গাছ লাগালে অশুভ শক্তি দূরে সরে যায় বলেও বিশ্বাস করতেন উত্তর ইউরোপের মানুষরা। সেই প্রথা থেকেই প্রচলন হয় ক্রিসমাস ট্রির । ইতিহাসবিদরা বলছেন, এই ক্রিসমাস ট্রি আসলে ফার গাছ। যিশু খ্রিস্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই চিরসবুজ এই গাছ আলোর মালায় সাজিয়ে তোলার প্রথা চলে আসছিল। আবার যীশুর জন্মগ্রহনের পর তাঁর বাবামা যোসেফ এবং মাতা মেরিকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, তারা চিরসবুজ এই ফার গাছ আলো দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন, যীশু খ্রিস্ট হলেন শুভ শক্তির প্রতীক। যীশু খ্রিস্ট পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন ঈশ্বরের বার্তা ছড়িয়ে দিতে। তাই ইতিবাচক শক্তির প্রতীক ফার গাছ বা ক্রিসমাস ট্রি তার জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। আদম ও ইভের খেলার জন্যও এই গাছ প্রথম পোঁতা হয়েছিল বলেও বিশ্বাস করা হয়। জার্মানিতে ১৬০০ শতকে প্রথম আধুনিক ক্রিসমাস ট্রি দেখা গেলেও ১৮০০ শতকে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই ফার গাছ।

প্রভু যীশুখ্রিস্ট এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বড় দিনকে সামনে রেখে শিলিগুড়ি প্রধান নগরের আওয়ার লেডি কুইন ক্যাথলিক চার্চ সেজে উঠছে। যীশুখ্রিস্টের আবির্ভাব যে আস্তাবলে হয়েছিল সেই আস্তাবল সেই চার্চে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। আলোর মালায় সেজে উঠছে চার্চ। তার সঙ্গে প্রাক বড় দিনের ক্যারল সঙ্গীত, সঙ্গীতের রিহার্সাল শুরু হয়েছে। সেই চার্চ চত্বরে শান্তির জন্য আবেদন জানিয়ে বড় বড় পোস্টার ফেস্টুন টাঙানো শুরু হয়েছে। সেই চার্চের ফাদার উইলিয়াম তির্কি বলেন, বড় দিন এখন সকলের উৎসব। বড় দিনের প্রাক মুহূর্তে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের চার্চে আসেন। এবং পরস্পর প্রেম প্রীতির জন্য প্রার্থনা করেন প্রভু যীশুর কাছে। ঈশ্বর পুত্র যীশুখ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন প্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দিতে। প্রভু যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। বড় দিনের এই সময় আজ চারদিকে যখন হানাহানি বাড়ছে তখন প্রভু যীশুখ্রিস্টের দর্শন আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। ২৪ ডিসেম্বর রাতে সেই চার্চে বহু কর্মসূচি এবং প্রীতি ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। ফাদার উইলিয়াম তির্কি সকলকে শুভ বড় দিন এবং ইংরেজি নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বাংলা ভাষা

অশোক রায়

পশ্চিম বাংলার প্রাদেশিক ভাষা "বাংলা"। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। যে রাজ্যে আপনি থাকবেন আপনার সুবিধার্থে আপনাকে সেই রাজ্যের ভাষা জানতে হবে। হিন্দি জাতীয় ভাষা নয় এবং আজ পর্যন্ত সর্বসন্মতভাবে কোনো একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা যায়নি। জোর করে হিন্দিকে চাপিয়ে দিতে গেলে কি ফল হয়, দক্ষিন ভারত তার উদাহরন। এরজন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল দায়ী। কিছুদিন পূর্বে কলকাতার মেট্রো রেলে এক তরুনী আরেকজন বাঙালি মহিলাকে জোর দিয়ে বলে ভারতবর্ষে থাকতে হলে হিন্দি শিখতে হবে। নইলে বাংলাদেশে চলে যান। আর্থিক শক্তিতে বলিয়ান এই ক্লাসটা ভুলে গেছে যে পশ্চিম বাংলায় থাকতে হলে বাংলা ভাষা জানতে হবে, সেই সঙ্গে বাঙালিদের সংস্কৃতিকে সম্মান করতে হবে।

ক্রিসমাসে বেল বা ঘন্টা এবং স্টার কেন?

সুব্রত দাস

বড় দিন বা ক্রিস মাস পালন করার সময় সবাই ক্রিসমাস ট্রি ব্যবহার করেন। সেই সময় ক্রিসমাসের ট্রিতে বেল বা ঘন্টা দেখতে পাওয়া যায়। তার সঙ্গে আবার আলাদা ভাবে স্টার ব্যবহার করা হয়। স্টার ব্যবহারের অর্থ যীশুর জন্মের সঙ্গে বেশ অর্থবহ। বেথেলহেমের এক আস্তাবলে জন্ম হয়েছিল । সেই বেথেলহেমের স্টারকে বোঝাতেই বড় দিনে ব্যবহার করা হয় স্টার। তিন রাজাকে শিশু যীশুখ্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিল এই স্টার। আর ক্রিসমাস ট্রির মধ্যে বেল বা ঘন্টা থাকে। কারণ বেল হলো আনন্দের প্রতীক। একদিকে বড় দিন, আরেক দিকে নতুন একটি বছর আসার সময়কে উদযাপন। যীশুখ্রিস্টের জন্মক্ষন বোঝানোর জন্য আনন্দের প্রতীক হলো বেল বা ঘন্টা। সেই কারনে শুভ বিষয়ের প্রতীক ক্রিসমাস ট্রির মধ্যে বেল দিয়ে সাজানো হয় বড় দিন উদযাপনের সময়। বেল বা ঘন্টা মানে বোঝানো হয় বড় দিন আসছে। বড় দিন মানে আনন্দ। আর আনন্দ প্রকাশ করতেই বেল ব্যবহার হয়ে আসছে।

সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

গোপাল প্রামানিক

কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

With Best Compliments From :~

CELL : 9434388147, 9832445183

E-mail : gmishra11@yahoo.com

SAHA AND MAJUMDER

CHARTERED ACCOUNTANTS

C.A. GHANSHYAM MISHRA

F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A

CA

SHELCON PLAZA

C-12, 1ST FLOOR

SEVOKE ROAD

SILIGURI-01

কিভাবে বড় দিনে এলো কেক

দীপক রায়

এখন বড় দিনে কেক খুব জনপ্রিয়। বড় দিন মানে কেক কাটার পর্ব চলে। যীশুখ্রিস্টের জন্মদিনকে স্মরন করার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ মুহুর্ত কাটাতে সবাই কেক কাটেন। কিন্তু কবে থেকে বড় দিনে এই কেক জনপ্রিয় হলো। প্রথম দিকে যখন বড় দিন পালন করা হোত, তখন কিন্তু কেক কাটা হোতা না। ইতিহাসবিদরা বলেন, ১৬০০ শতকে বড় দিনে কেক কাটার প্রথাটির প্রচলন হয়। প্রথম দিকে কেক তৈরি হোত না। একটি থালার মধ্যে রুটি এবং সব্জি মিশিয়ে রাখা হোত, যাকে বলে পুডিং প্রথা। ১৬ শতকে সেই পুডিংয়ের জায়গায় গমের আটা ব্যবহার করার প্রথা শুরু হয়। ডিম, মাখন, সিদ্ধ ফল তাতে যোগ করা হয়। কেউ কেউ উনুনে সেই খাবারটি দিয়ে গরম করে নিতেন। এরপর সেই খাবার থেকেই কেক কথাটি শুরু হয় বা কেক জনপ্রিয় হতে থাকে।

কেক এখন সারা বছর ধরেই চলে। আজকাল প্রতি বাড়িতে ছেলেমেয়ের জন্মদিন পালন হলেই কেক নিয়ে এসে কাটা হয়। কেক ছাড়া জন্মদিন পালন হয় না বললেই চলে। কিন্তু বড় দিনের কেক বিষয়টিই আলাদা। বড় দিন শুরু হওয়ার এক মাস আগে থেকেই বড় দিনের কেক তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয় বিভিন্ন স্থানে। বড় দিনে বেশ চাহিদা তৈরি হয় কেকের। আজকাল পাড়ার দোকানগুলোও কেকের পসরা নিয়ে বসে। বিভিন্ন রকম কেক রয়েছে। সবচেয়ে বেশি চাহিদা ফ্রুট কেকের। ফ্রুট কেক শুকনো ফল ব্যবহার করা হয়। অনেকে আজকাল ছত্রাক থেকে রক্ষা করার জন্য কেকের মধ্যে কিসমিস ব্যবহার করেন। কয়েকমাস আগে থেকে সেইসব কিসমিস ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর সেই কিসমিস কেকে ব্যবহার করা হয়। এভাবে সুস্বাদু ফ্রুট কেকও তৈরি করা হয়।

বড় দিনের সঙ্গে কেকের ইতিহাস বিষয়ে আরও অনেক গল্প রয়েছে। ১৬ শতকে একসময় বড় দিন পালনের আগে এক সপ্তাহ ধরে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা উপোস করতেন। সাতদিন উপোস করার পর বড় দিনের সকালে তাঁরা উপোস ভাঙতেন পারিজ নামে এক বিশেষ ধরনের খাবার খেয়ে। মধু, যব, গুড় ও ফল দিয়ে সেই হালকা খাবার তৈরি হোত। পরে সেই খাবারের সঙ্গে বিভিন্ন ড্রাই ফ্রুট মিশতে থাকে। এরপর থেকেই ধারণা করা হয়, কেকের প্রথা শুরু হয়ে যায়।

ভারতে বড় দিনে কেক কাটার প্রথা বেশি করে জনপ্রিয় হতে থাকে ব্রিটিশের সময় থেকে। ব্রিটিশরা ভারতে আসার আগে বড় দিনে কেক কাটা নিয়ে উৎসাহ প্রায় ছিল না বললেই চলে। ব্রিটিশরা আসার পর ভারতের বিভিন্ন মানুষ দেখতে থাকেন, শীতকালে নাচ গান হই হুল্লোড়ের সঙ্গে কেক কেটে বড় দিন পালন হচ্ছে। সেই থেকে বড় দিনে কেক কাটার প্রথা ভারতেও জনপ্রিয় হতে শুরু করে। আর এখনতো অধিকাংশ ভারতীয়দের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে কেক কাটা হয়। অনেকে অবশ্য জন্মদিনে কেক কাটার পরিবর্তে পায়েস বা মিষ্টান্ন তৈরি করে পরিবেশনকেই বেশি গুরুত্ব দেন।

নতুন বছরে অঙ্কন , ফুটবল খেলা

নবকুমার বসাক
(বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। সকলকে নতুন বছর ২০২৫ সালের আগাম শুভেচ্ছা। আমাদের সারা বছর ধরেই নানা অনুষ্ঠান চলতে থাকে। তবে নতুন বছরকে সামনে রেখে কিছু অনুষ্ঠানতো হবেই। নতুন বছরে আমাদের বড় কর্মসূচি হলো, শিশুদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন ব্লক বা গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে বলে আমরা আশা করছি। এর পাশাপাশি মহিলাদের নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছে রাঙাপানি বা রানিডাঙা এলাকার মাঠে সেই অনুষ্ঠান হবে। এখন থেকেই সেই প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়েছে।

খেলাধূলা বা সংস্কৃতির প্রসার ছাড়াও আমরা সারা বছর ধরে নানান সামাজিক করে থাকি। প্রতি মাসে আমরা দুঃস্থ অসহায় বৃদ্ধাদের বাড়িতে চাল ডাল পৌঁছে দিয়ে থাকি। তাছাড়া বস্ত্র বিতরন কর্মসূচিও আমরা গ্রহন করে থাকি। অনেকে আবার জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী বা মৃত্যু বার্ষিকী পালনের সময় আমাদের খবর দিয়ে থাকেন। তারা চান, অনগ্রসর এলাকার মানুষদের পেট পুরে খাইয়ে অনুষ্ঠান পালন। আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা সেই সব অনুষ্ঠান সফল করতে পুরোদমে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। আপনিও যদি মনে করেন প্রিয় জনের জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকীতে অনগ্রসরদের পেট পুরে খাইয়ে অনুষ্ঠান করবেন তবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের কার্যালয় শিলিগুড়ি সংহতি মোড়ের গায়ে দেবগীতা এপার্টমেন্টে।

বড় দিন ও নতুন বছরের অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সঙ্গে

পূজা মোক্তার

সকলকে বড় দিন এবং ২০২৫ সালের আগাম শুভেচ্ছা। আমাদের এখন অনেক উৎসব। সারা বছর ধরেই কোনো না কোনো উৎসব লেগে রয়েছে। বড় দিনও তেমন একটি উৎসব। এই উৎসবে আমরা প্রতিবছর সামিল হই। এবারও সামিল হবো। এবারে প্রভু যীশুখ্রিস্টকে স্মরন করে আমরা দুঃস্থ অসহায় শিশুদের মধ্যে বিতরন করবো কেক। অনেক শিশু রয়েছে যারা বড় দিনে একটি কেকও কাটতে পারে না। অথচ তাদের ইচ্ছে হয় কেক খাওয়ার। তাদের মধ্যে কেক বিতরন করে আমরা চকোলেট বিতরন করবো। আমি চাই নতুন বছরে সবাই ভালো থাকুক। চারদিকে শান্তি বজায় থাকুক।

প্রভু যীশুখ্রিস্টের মতো মহাপুরুষ আমাদের পৃথিবীতে এসেছিলেন শান্তি ও প্রেমের বার্তা দিতে। আমাদের তিনি আলোর বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। ক্ষমার ধর্ম যে কত বড় ধর্ম তা আমাদের প্রভু যীশু তাঁর আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন। ক্ষমা, ধৈয্য, সহনশীলতা, প্রেম, সময়, শান্তি এসব শব্দ আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে । তবে সার্থক হবে বড় দিন পালন। শুধু কেক কাটলাম তবেই বড় দিন পালন হয়ে যায় না। আজ চারদিকে এতো হানাহানি, এতো অশান্তি কেন হবে? আমাদের মন কবে সাবালক হবে? এটাই আমার প্রশ্ন নতুন বছরের প্রাক্কালে।

তোমাকে যে ঘৃনা করে, যে তোমার শত্রু তাকেও তুমি ভালোবাসো

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রভু যীশু খ্রিস্টের দর্শনকে স্মরন এবং অনুসরন করা মানে, যাঁরা তোমায় ভালোবাসে না, যারা তোমায় হিংসা বা ঘৃনা করে কিংবা যারা তোমার শত্রু তাদেরকেও তুমি ভালোবাসো । প্রভু যীশুখ্রিস্ট শুধু খ্রিস্টানদের জন্য খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের জন্য নন, প্রভু যীশুখ্রিস্ট সমগ্র মানব সভ্যতা, সমগ্র পৃথিবী এবং সমগ্র প্রানী জগতের জন্য। সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি এবং প্রেম প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রভু যীশুখ্রিস্ট সমগ্র দীনদরিদ্র অনগ্রসরদের এগিয়ে দেওয়ার বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। প্রভু যীশুখ্রিস্টের এই মহান দর্শন বা আদর্শকে সামনে রেখে সারা বছর ধরে মানব সেবার জন্য কাজ করে চলেছে শিলিগুড়ি প্রধানগরের সেবা কেন্দ্র। জাতি ধর্ম এবং ভাষার উর্ধ্বে উঠে সারা বছর ধরে সকলের কল্যানের জন্য কাজ করে চলেছে শিলিগুড়ি প্রধান নগরের সেবা কেন্দ্র। সেই সেবা কেন্দ্রের প্রাক্তন অধিকর্তা এবং বর্তমান বাগডোগরা ক্যাথলিক ডায়াসিসের পুরোহিত ফাদার ফিলিক্স এ পিন্টো বড় দিন স্মরনে এসব বার্তাই দিয়েছেন খবরের ঘন্টাকে। তিনি খবরের ঘন্টার ইতিবাচক ভাবনার সংবাদ পরিবেশনকে স্বাগত জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, বড় দিন মানে আমাদের কাছে আনন্দের দিন। বড় দিনে আমরা কেক কাটি এবং কেক খাই। কেক খাই আমাদের জিভের স্বাদ নেওয়ার জন্য। কিন্তু সেই কেকের স্বাদ বা তৃপ্তি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি আধ্যাত্মিক স্বাদ গ্রহন করি তবে আমাদের মন ও আত্মা তৃপ্তি পেতে পারে। কেক খাওয়ার উদ্দেশ্য হলো আমাদের শরীর, মন যাতে আধ্যাত্মিক দিক থেকে সুস্থ থাকতে পারে। প্রভু যীশু এই পৃথিবীতে কেন এসেছিলেন, তিনি মানুষের দুঃখ কষ্টের বোঝা কমাতে কেন এসেছিলেন, তার ব্যাখা ফাদার পিন্টো বাইবেলের উদ্ধৃতি থেকেও মেলে ধরেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুখ্রিস্টকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য।

যীশুখ্রিস্টের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বানী --

১) ক্ষমা করো তুমিও ক্ষমা পাবে।
২) দান করো , প্রতিদানে তুমিও পাবে আর তুমি যেমন দেবে ঠিক ততখানি ফেরত পাবে।
৩) ধার দিও ফেরত পাবার কথা না ভেবে, বিনিময়ে তুমি মহা পুরস্কার পাবে।
৪) ধন্য দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।
৫) কেউ ভিক্ষা চাইলে তাকে কিছু দিও।
৬) এমন ছেলে যার সে মা কত সুখী, তার চেয়েও সুখী যে ঈশ্বরের বাক্য শুনে সেই মতো চলে।
৭) এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না, সে চেষ্টা করলে দুজনেই গর্তে পড়বে।
৮) কাওকে দোষ দিও না দেখবে তুমিও দোষী হবে না।
৯) দয়ালু হও যেমন তোমার পিতা দয়ালু।
১০) শত্রুকেও ভালোবেসো ও তাদের মঙ্গল করো।
১১) ধন্য যারা ক্ষুদিত তারা পরিতৃপ্ত হবে।
১২) আমি আছি তোমার সঙ্গে, চিন্তা কেন তোমার-- একবার ডাকো-- দেখবে সাড়া পাবে আমার।
১৩) ধন্য যারা রোদন করে তাদের মুখে হাসি ফুটবে।

প্রার্থনা

অদিতি চক্রবর্তী (শিলিগুড়ি)

নতুন প্রভাত জাগে
নতুন দিনের সূচনায়
ওগো বিশ্ব ভুবন উঠলো দুলে
সোনা রোদের ছোঁয়ায়
চারিদিকে বাজে ওগো
মধুর মিলন বীন
আজ বড় দিন প্রভু যীশুর
শুভ জন্মদিন।
মেরি ক্রিসমাস---
ওগো বিশ্ব পিতা করি প্রার্থনা
তোমার রাতুল চরণে,
সকল দুঃখ কষ্ট মুছে
শান্তি ফেরাও ভুবনে
চন্দ্র সূর্য তারা জাগে
প্রভু তোমার ইশারায়,
সকল জীবের পরিত্রাতা
অসহায়ের আশ্রয়।

নতুন বছর ভালো হোক

সুজিত ঘোষ

(বাপি, সাধারণ সম্পাদক, হায়দর পাড়া স্পোটিং ক্লাব)

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। একই সঙ্গে নতুন বছর ২০২৫ সালের আগাম শুভেচ্ছা। শিলিগুড়িতে এই সময় গুরুত্বপূর্ণ বাজার হলো হায়দরপাড়া বাজার। এই বাজারের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ আমরা করছি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। বছরের শেষেও হায়দরপাড়া সচিত্র পাল সরনিতে একটি পুরনো প্রস্রাবাগার সংস্কার করে নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে। বরো চেয়ারম্যান স্মৃতিকণা বিশ্বাস তাঁর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিবেকানন্দ সাহা সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এভাবে সারা বছর ধরেই নানান কাজ হচ্ছে। নতুন বছরেও নতুন নতুন পরিকল্পনা নিশ্চয়ই হবে। সব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়ে আমি চলতে চাই। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখাই আমাদের ব্যবসায়ী সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। সকলকে আবারও নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইলো। সবাই ভালো থাকুন এমনটাই চাই।

নতুন বছর ভালো হোক

মৃনাল পাল

(মনা---সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজ)

সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছর উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা। যে বছরটি বিদায় নিচ্ছে, অনেক ভালো মন্দ নিয়ে পুরনো বিদায় নিচ্ছে। নতুন বছরে চাইবো ভালোই যেন বেশি হয়। শিল্প ব্যবসা যাতে এগিয়ে যায়, বেকার যুবকদের কাজের বন্দোবস্ত যাতে বেশি করে হয় তার পরিবেশ তৈরি হোক। প্রতিবছর কত ছেলেমেয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে পাশ করে বের হচ্ছে। কিন্তু তাদের কতজনের আর কর্মসংস্থান হচ্ছে? সরকারি চাকরি সীমিত। তাই দরকার বড় বড় শিল্প কারখানা। শিল্প কারখানাতে যাতে বেশি বেশি করে বেকার যুবকদের চাকরি হয় সেদিকে ধ্যান দিতে হবে। কেননা ছেলেমেয়েরা শিক্ষা ডিগ্রী অর্জন করে বেকার বসে থাকলে তা নিশ্চয়ই সমাজের জন্য ভালো হতে পারে না। পড়াশোনা শিখে যদি ছেলেমেয়েরা বেকার বসে থাকে তবে তাদের মনে হতাশা গ্রাস করবেই, এটাই স্বাভাবিক। তাই নতুন বছরে বলবো, এই হতাশা কাটাতে কর্মসংস্থানের সুন্দর পরিবেশ হোক। শিল্পোদ্যোগীরা যাতে ভালোমতো শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে পারবেন তারজন্য সকলকে ভাবতে হবে।

শান্তি চাই

নির্মল কুমার পাল

(নিমাই, সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা রইলো। তার পাশাপাশি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের সারা বছরের উৎসব অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে এখন বড়দিনও ভালোভাবে জায়গা করে নিয়েছে। কেক কাটা থেকে শুরু করে সান্তাক্লজ, ক্রিসমাস ট্রি এখন বেশ প্রচলিত। দোকানগুলোও সব সেজে ওঠে বড় দিনের নানা উপহার নিয়ে। সেই সঙ্গে আলোকসজ্জাও রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমি যে কথাটি গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই, তা হলো শান্তি আজ পৃথিবীতে খুব জরুরি। পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে পরস্পর যুদ্ধ চলছে। এই অশান্তি কিন্তু আমাদের আরও পিছিয়ে দিচ্ছে। বেশি দূরে নয়, আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের কি পরিস্থিতি তা সকলেই দেখছেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে। আমরা চাইবো না, কখনো কোনো ধর্মের বা জাতির বিভেদ। আমরা চাইবো সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করুক। কোনো ধর্মের মহাপুরুষরাই অশান্তি বা হানাহানির কথা বলেননি। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে যেভাবে হিংসা হচ্ছে, যেভাবে সংখ্যালঘুদের আক্রমন করা হচ্ছে তা কখনোই সুস্থ রুচি বা শিক্ষার কথা বলে না। নতুন বছরে তাই প্রার্থনা করবো, বাংলাদেশ সহ সর্বত্র শান্তির বাতাবরন তৈরি হোক। সর্বত্র অরাজকতা বন্ধ হোক। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

চারদিকে শান্তির পরিবেশ তৈরি হোক

বিশপ ভিনসেন্ট আইন্ড
(বাগডোগরা ক্যাথলিক ডায়োসেস এর বিশপ, বাসিন্দা -বিশপ হাউস , প্রধান নগর, শিলিগুড়ি)

সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ২৫ ডিসেম্বর আমরা সকলে প্রভু যীশু খ্রিস্টের আবির্ভাব নিয়ে মেতে উঠি। এবারেও মেতে উঠবো। এই বিশেষ সময়ে একটি কথাই জোর দিয়ে আমি বলতে চাই, তা হলো চারদিকে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক। প্রভু যীশুখ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন শান্তি ও প্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দিতে। প্রভু যীশুখ্রিস্ট সমাজে একতা, সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হোক বলে বার্তা দিয়েছিলেন। সমাজের মঙ্গলের জন্য সারা জীবন প্রভু যীশুখ্রিস্ট কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর দেওয়া আলোর পথ আমাদের কাছে আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আজকের দিনেতো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর যতদিন যাচ্ছে ততই এই পৃথিবীতে প্রভু যীশুর মতো ঈশ্বর পুত্রের দর্শন ও জীবনের প্রতি আগ্রহ কিন্তু বেড়ে চলেছে। বড় দিনে সবাই অনুষ্ঠান বা আনন্দতো করবেনই, কিন্তু সকলে মনে রাখবেন প্রভু যীশু কি কি বলে গিয়েছেন। পবিত্র বাইবেল অনুসরন করবেন। সেখানে সব সৎ সঙ্গের কথা বলা হয়েছে। মানব জাতি তথা এই পৃথিবীর কি করে মঙ্গল হবে তার সব বার্তাই দেওয়া রয়েছে সেখানে। আর সেই সব সৎ সঙ্গ জীবনে চলার পথে মনে রাখলে আপনি অনেক ভালো থাকবেন। আপনার মনে শান্তি বিরাজ করবে।

খবরের ঘন্টা যেভাবে ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে কাজ করছে তার জন্য খবরের ঘন্টাকে শুভেচ্ছা। খবরের ঘন্টা আরও এগিয়ে যাক।

MERRY CHRISTMAS

SHRADDHA TIRKEY (RANCHI)

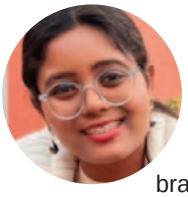

Christmas is almost there knocking at the door,
That's the reason why I stepped out for.
The city was under preparation,
Getting ready for Christmas celebration.
Christmas vibes had taken heights,
Buildings dressed up in fairy lights.
Countless heads flocked the shopping centres,
A huge Christmas tree seated in the centre.
Most of the houses were up with the stars,
Carols could be heard up to late hours.
Air was filled with aroma of cakes n muffins,
Streets were occupied as nobody stayed within.

Bonfire nearby was engulfed by children,
Headed by an old man who was therein.
Narrating the Christmas story to the gathering,
Paused for a moment as he saw me joining.
"Census was to take place in Bethlehem,
Mary & Joseph were also among them.
They took a stable as they found no dorm,
On a cold winter night, Jesus was born.
Wrapped in a cloth and laid in a manger,
Shepherds in the field were alarmed by an angel.
Everyone rejoiced hearing the birth of a King,
Brightest star of the night sky directed 3 kings.
From far-off East to witness the Saviour,
They offered him - gold, frankincense & myrrh.

" The story was over but nobody dispersed,
But I had to take their leave being the first.
Everyone was enjoying each other's company,
Everyone was out of their houses making merry.
'Merry Christmas' came from above my shoulder,
It was a couple passing me who were its owner.
It took me no time and I greeted them in return,
Did we know each other to exchange that term?
Christmas is about spreading love n happiness,
It always multiplies via small acts of kindness.
Extend your helping hand out to those in need,
Share your abundance with one's having least.
So I was out to donate blankets & I did my part,
'To love one another' is what Christmas imparts.

Wishing everyone
- Joyous Merry Christmas & Prosperous New Year

মনুষ্যত্বের মর্যাদা

চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী
(বেটার টুমোরো ফাউন্ডেশন, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

কয়েকদিন আগে একটি সংবাদপত্রে দেখলাম জাপানের একটি রেস্তরাঁয় ধরুন আপনি গিয়ে অর্ডার দিলেন মোমো কিন্তু কিছুক্ষন পরে আপনার কাছে নিয়ে আসা হলো চাউমিন। আপনি ভাবলেন এটা কেন হলো, কারণ একটাই যে সেই রেস্তরাঁতে যেসব মানুষের ডিমনেশিয়া অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি খুবই কম সেই সমস্ত মানুষদের দিয়ে এই কাজগুলো করানো হয়। কেননা বেশিরভাগ জায়গাতে এইসব মানুষদের অবজ্ঞা করা হয়, তাদেরকে হেলাফেলা করা হয়, তাদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়।

যারা সেই রেস্টুরেন্টে আসেন তারা কিন্তু যেটা অর্ডার দিলেন সেটা পেলেন না। তাই বলে যে চিৎকার চেঁচামেচি করবেন বা খাবেন না খাবারটা তা কিন্তু নয়। যেটা টেবিলে পরিবেশন করা হলো সেটাই ওনারা খেয়ে নেন। কেননা বিষয়টি ওনারা জানেন যে এই মানুষগুলো ডিমনেশিয়া আক্রান্ত, তাদেরকে মর্যাদা দেবার জন্যই এই ধরনের একটা প্রচেষ্টা চলছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এই বড় দিনের সময়ে , যখন প্রভু যীশুখ্রিস্ট এসেছিলেন তিনি কিন্তু যারা শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত বা ধার্মিক বা যারা ধনী সেই প্রকার মানুষদের জন্য তিনি কিন্তু আসেননি। তিনি এসেছিলেন যারা পাপী, যাদের জীবনে নানা প্রকার ভুলত্রুটি বা অন্যায় অপরাধ হয়েছে সেই সমস্ত মানুষদের বোধ পরিবর্তন করার জন্যেই। যে কারনে তিনি বলেছিলেন যে সুস্থ লোকের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই কিন্তু অসুস্থ লোকেরই চিকিৎসকের প্রয়োজন আছে। আবার দেখিয়েছেন যে যারা ধার্মিক বা যারা নিজেদেরকে খুবই জ্ঞানবান বলে মনে করে তাদের জীবনের মধ্যে কত ধরনের অহঙ্কার এবং দাম্ভিকতা , আরও অনেক কিছু আছে যেগুলো মানুষের জীবনে থাকা উচিত নয়।

প্রভু যীশুখ্রিস্টের জীবনের দিকে আমরা যখন তাকাই তখন

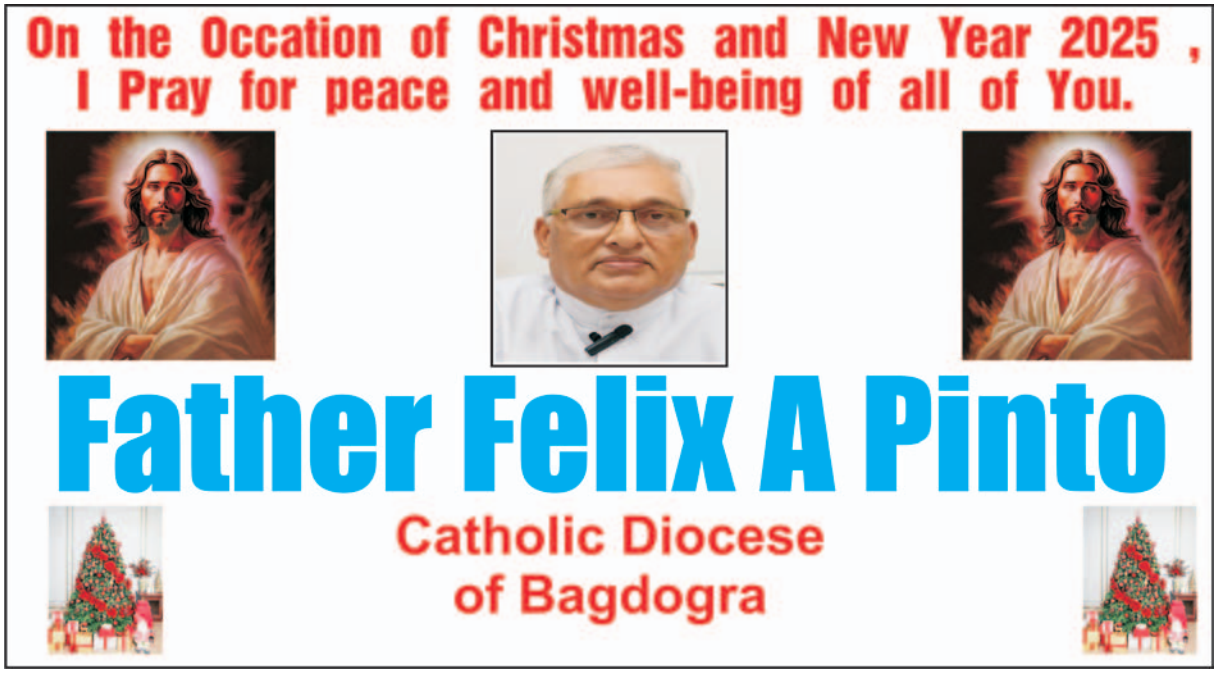

দেখতে পাই যে তিনি যখন সাড়ে তিন বছর বিভিন্ন সেবা কার্য বা ঐশ্বরিক বিষয় প্রচার করেছেন তখন কিন্তু সবসময়তেই দীনহীন দরিদ্র মানুষদের কাছেই তিনি কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করে গিয়েছিলেন। কেননা এইসমস্ত মানুষগুলির জাগতিক জ্ঞান নেই কিন্তু এনাদের অন্তঃকরন সহজ সরল এবং এদের মধ্যে ছলচাতুরি নেই। সেই কারনেই তিনি এইসমস্ত মানুষদের প্রতি করুণাবিষ্ট হয়ে বা এই সমস্ত মানুষদের প্রতি অসীম ভালোবাসা ছিল বলেই তিনি এই সমস্ত হতদরিদ্র মানুষের কাছেই বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছিলেন।

তাই এই বড় দিনের সময় আমরা যদি প্রভু যীশুখ্রিস্টের বানীগুলো যেটি বাইবেল নামক পবিত্র পুস্তকে লেখা আছে সেটি যদি আমরা পড়ি তাহলে কিন্তু আমরাও হয়তো আমাদের মধ্যে কিছু চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনতে পারবো এবং নিজের প্রতিদিনের কর্মকান্ডের মধ্যেও পরিবর্তন আনতে পারবো। যাদের আমরা এতোদিন অবজ্ঞা করে এসেছি তাদের প্রতিও কিন্তু আমাদের প্রেম ভালোবাসা নিশ্চয়ই জেগে উঠবে এবং সেই প্রেম-ভালোবাসা যখন জেগে উঠবে তখন প্রত্যেকের জীবনে সেটা হয়ে উঠবে বড় দিন। কেননা বড় দিন কিন্তু এমন একটি দিন যেদিন পবিত্র ঈশ্বর তার পুত্র যীশুখ্রিস্টকে এই পৃথিবীতে উপহারস্বরুপ পাঠিয়েছিলেন বড় হৃদয়ের মানুষ হিসেবে আমাকে আপনাকে প্রস্তুত করার জন্য।

সমগ্র শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গবাসীকে আমাদের তরফ থেকে শুভ বড় দিন এবং ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা --

Lakraz Wishes all of you for MERRY CHRISTMASS and HAPPY NEW YEAR

RODA

FRED

FREEDA

AND

FRANK

NETAJI NAGAR,CHAMPASARI
SILIGURI--3

বড় দিনের আনন্দ দুই ধরনের

প্রিসকিল্লা ইলোরা টিগ্গা লাকড়া (নেতাজি নগর, চম্পাসারি, সমর নগর, শিলিগুড়ি)

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা। সেই সঙ্গে নতুন বছর ২০২৫ সালের আগাম শুভেচ্ছা।

আবারও একটি বড় দিন আমাদের সামনে উপস্থিত। প্রভু যীশুখ্রিস্টের শুভ জন্মদিন। আমাদের উদ্ধার করবার জন্য ঈশ্বর পুত্র যীশুখ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি যবপাত্রে জন্মগ্রহন করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বর্গের রাজা। অথচ তিনি নম্রভাবে একজন মানুষরুপে আমাদের মাঝে তিনি এসেছিলেন। এবারে আমার বড় দিনের বার্তা হলো , আনন্দের বার্তা। আনন্দ দুরকম। অনেকেই নিজেদের পরিবার, ধনসম্পদ নিয়ে আনন্দ করেন। আরেক প্রকার আনন্দ হলো, আমাদের প্রতিবেশী যিনি বা যারা দুঃখেকষ্টে আছেন তাদের পাশে থাকা। যারা দরিদ্র অনগ্রসর তাদেরকে নিয়ে আনন্দ করা। চলুন এবারে আমরা সবাই মিলে বড় দিনে এই দ্বিতীয় প্রকার আনন্দই গ্রহন করি। আমরা আশপাশে যারা বসবাস করেন, তাদের একজনকেও যদি আমি কিছু সহযোগিতা করতে পারি, তার প্রতিদানে কিন্তু আপনি বহুগুন ফেরত পাবেন। অল্প করে হলেও যদি একজনের জন্য যদি ভালো কাজ করি, তবে পরম ঈশ্বর আমাদের শতগুনে তার প্রতিদানে আশীর্বাদ করবেন। বাইবেলে তেমনই লেখা আছে। হতদরিদ্র অসহায় দুঃখী মানুষদের জন্য আপনি কিছু পাওয়ার আশা না করেই দান করুন। আপনার দানের বিনিময়ে ঈশ্বর আপনাকে বহু কিছু ফেরত দেবেন। আর অসহায় বস্ত্র হীন, অভুক্ত মানুষ বা গরিব মানুষকে সহযোগিতা করলে তার যে আনন্দ বা তৃপ্তি পাওয়া যায় যার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

বড় দিন যেতে না যেতেই আমাদের সামনে চলে আসে নতুন বছর। এবারে এই শতক পঁচিশ বছরে পা দিচ্ছে। ২০২৫ সাল। যে বছর বিদায় নিতে চলেছে অর্থাৎ ২০২৪ সালে আমরা যেসব ভুল ত্রুটি করেছি তা যাতে আর না হয়, সেই সব ভুলত্রুটি যাতে আমরা নতুন বছরে সংশোধন করতে পারি তার শপথ নিতে হবে নতুন বছরের শুরুতেই। একই সঙ্গে এই ২০২৪ সালে আমরা যেসব ভালো কাজ করে যাচ্ছিলাম, যেসব কাজ শেষ হয়নি সেই সব কাজ ধারাবাহিকভাবে যাতে নতুন বছরেও করতে পারি তার অঙ্গীকারও করে নিতে হবে নতুন বছরের শুরুতেই।

বড়দিনে আমরা সকলে গির্জায় উপস্থিত হই। ক্যারল হয়, শিশুদের সান্তাক্লজ সেজে উপহার দেওয়া হয়। সকলে মিলে ভালোবাসার খাওয়াদাওয় হয় । কেক কাটা হয়। তার পাশাপাশি অন্য দুঃখী মানুষদের সহযোগিতা করা হয়। বড় দিন উপলক্ষ্যে শান্তি শোভাযাত্রাও আমরা বের করি। আমি বা আমরা চাই পৃথিবীতে সবসময় শান্তির পরিবেশ থাকুক। চারদিকে অহিংসার বাতাবরন তৈরি হোক। প্রভু যীশু যে অহিংসা, প্রেম ও শান্তির পরিবেশ চেয়েছিলেন সেই পরিবেশ তৈরিতে আমাদের সকলকে কাজে নামতে হবে। তবেই সার্থক হবে বড়দিন পালন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলকে আবারও মেরি ক্রিসমাস এন্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার ইন এডভান্স।

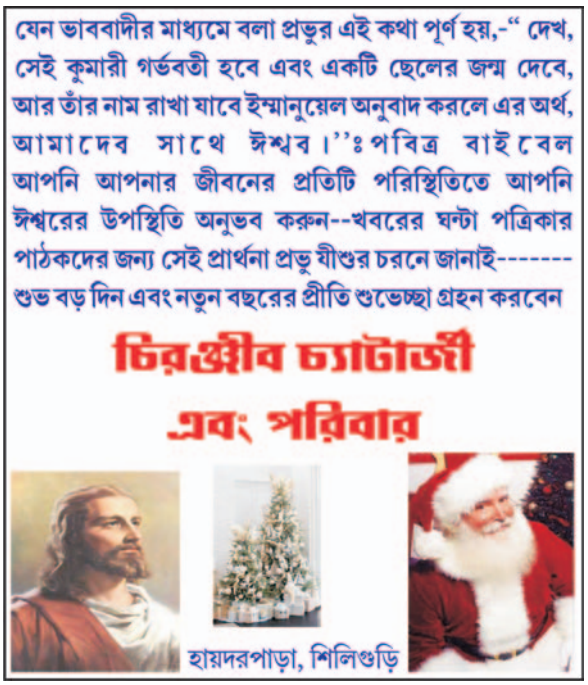

সবাই মিলে এক সঙ্গে বড় দিন

সুশীল কেরকাট্টা
(কর্ণধার, প্রধান শিক্ষক, সেন্ট টেরেসা স্কুল, হাঁসখোয়া, বাগডোগরার কাছে)

সকলকে বড় দিনের শুভেচ্ছা এবং নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা। আমাদের সেন্ট টেরেসা স্কুলে সকলে মিলে বড় দিন উৎসব পালন করি। সকলে মিলে কেক কাটার পাশাপাশি, নাচ গান হয়। তার পাশাপাশি শোভা যাত্রা হয় বড় দিনের । বড় দিনের এই উৎসবে বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষার মানুষ একসঙ্গে সামিল হয়। সবাই মিলে শান্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করি। আমরা প্রার্থনা করে ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুর প্রসঙ্গেও।

আমাদের নতুন বছর আসছে ২০২৫ সাল। আমাদের বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে প্রতিদিনই। বিজ্ঞান প্রযুক্তির এই উন্নতিকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু আমাদের মনকেও উন্নত করতে হবে। পঁচিশ বছরে পা দিচ্ছি আমরা অথচ আমাদের মন মানসিকতা যদি পরস্পর বিভেদ, হিংসার মধ্যে বিচরন করে তবে আমাদের কিন্তু আরও পিছিয়ে যেতে হবে। আমাদের এলাকায় অনেক চা বাগান রয়েছে। চা বাগানের শ্রমিকদের যথার্থ পারিশ্রমিক মেলে না। চা বাগানের শ্রমিকরা যে পারিশ্রমিক পান তাতে তাদের এই বাজারে সংসার চালানো খুবই কষ্টকর। তারা অনেকে তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়াতে পারেন না। বড় দিন এবং নতুন বছরের এই শুভ মুহূর্তে বলবো, সরকার চা শ্রমিকদের আরও সুযোগসুবিধা প্রদান করুক যাতে চা শ্রমিকরা তাদের সংসার চালিয়ে ছেলেমেয়েদের সঠিকভাবে লেখাপড়া শেখাতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন।

"যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর, যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর। তোমরা পরস্পরের প্রতি একমনা হও, উচ্চ উচ্চ বিষয় ভাবিও না, কিন্তু অবনত বিষয় সকলের সহিত আকর্ষিত হও। আপনাদের জ্ঞানে বুদ্ধিমান হইও না।'
ঃ পবিত্র বাইবেল ঃ
শুভ বড় দিন এবং নতুন বছর সকলের জন্যে পরিপূর্ণতা লাভ করুক-- প্রেম-প্রীতি ও আন্তরিকতার মেলবন্ধনে
Better Tomorrow Foundation
(N.G.O)
Haider Para,Siliguri--734006

প্রভু যীশুখ্রিস্ট আমাদের সহনশীলতা, প্রেম, শান্তি এবং ক্ষমার মহান দর্শন শিখিয়েছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ঈশ্বর পুত্র যীশুখ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। ঈশ্বর পুত্র যীশুখ্রিস্টের মতো মহামানব এই পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে নতুন প্রান দেওয়ার জন্য। বহু দৃষ্টিহীন, বিশেষভাবে সক্ষম অসহায় মানুষ প্রভু যীশুর অলৌকিক ক্ষমতার জন্য ভালো হয়ে গিয়েছেন। প্রভু যীশুখ্রিস্ট আমাদের শিখিয়েছেন, যিনি নম্র তিনি এই পৃথিবীর দখল নেবেন। দীনদরিদ্র অসহায় অনগ্রসরদের পাশে দাঁড়ানো মানে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো, প্রভু যীশুখ্রিস্ট এই বার্তাই দিয়ে গিয়েছেন আমাদের। সারা জীবন ধরে মানুষের সেবা করে গিয়েছেন প্রভু যীশুখ্রিস্ট। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, তুমি তোমার শত্রুকেও ভালোবাসো।প্রভু যীশুখ্রিস্ট আমাদের ক্ষমা, সহনশীলতার মহান শিক্ষা দিয়েছেন। প্রভু যীশুখ্রিস্টের দর্শন এবং পবিত্র বাইবেল আমাদের সবসময় আলোর পথ দেখায়। প্রাক বড় দিনের এক অনুষ্ঠানে সোমবার ১৬ ডিসেম্বর এই সব বার্তা সকলের সামনে মেলে ধরলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং খ্রিস্ট অনুরাগী ডঃ সুভাষ স্যামুয়েল। প্রভু যীশুখ্রিস্টের জীবন দর্শন গ্রহন করে বহু বছর ধরে বহু মানুষকে আলোর পথ দেখিয়েছেন

সুভাষবাবু। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়েও তিনি ঈশ্বর পুত্র যীশুখ্রিস্টের মহিমা প্রচার করেছেন। সোমবার ১৬ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির শালবাড়ির কাজিমান প্রধান রোডে বেথেল চার্চ এসোসিয়েশন প্রাক বড় দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

সেখানে যীশুখ্রিস্টের আবির্ভাব, তাঁর জীবনদর্শন নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য মেলে ধরেন সুভাষবাবু। ঈশ্বর পুত্র যীশুখ্রিস্ট কেন এসেছিলেন এই পৃথিবীতে, বড় দিন মানে শুধু কেক খাওয়া, ক্রিসমাস ট্রি আর আলো দিয়ে সব সাজিয়ে তোলা নয়-- ক্রিসমাস মানে প্রভু যীশুর দর্শনকে অনুসরন করা। ক্রিসমাস মানে নিজেদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসা এবং দরিদ্র অসহায় মানুষের জন্য সেবা করার ব্রত গ্রহন করা। সেই অনুষ্ঠানে রেভারেন্ড ওয়ালিং এর প্রার্থনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিভিন্ন গির্জার যাজক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এনোস সিমিচের ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। প্রভু যীশুখ্রিস্টের ওপর সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক দিয়ে অনুষ্ঠান ভিন্ন মাত্রা পায়। বেথেল ইন্সটিটিউট অফ থিওলজিক্যাল স্টাডিজ এবং এরাইসের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী সেখানে তাদের শিল্প কলা মেলে ধরে বড় দিনের ওপর। বেথেল চার্চ এসোসিয়েশন এবং বেথেল ইন্সটিটিউট অফ থিওলজিক্যাল স্টাডিজের চেয়ারম্যান তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বদীপ্ত স্যামুয়েল সেখানে প্রাক বড় দিনের কেক কেটে সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তার সঙ্গে সমাজসেবী প্রেমলতা স্যামুয়েলও সেখানে বক্তব্য মেলে ধরেন সকলের মঙ্গলের জন্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন পাস্টার থমাস এবং রিমি রজক। অনুষ্ঠান শেষে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

সৃষ্টির শুরুতে সব খারাপ ছিল, খারাপকে ভালো করতেই পরম ঈশ্বর তাঁর প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে পাঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ এই পৃথিবী শুরু হওয়ার সময় পরম ঈশ্বর দেখলেন, পৃথিবীতে সব অন্ধকার। পৃথিবীতে সব খারাপ। পরম ঈশ্বর তখন খারাপকে ভালো করার জন্য প্রয়াস শুরু করলেন। পরম ঈশ্বর তখন তাঁর পুত্র বা দূত পাঠিয়ে পৃথিবীকে ভালো করার কাজে নামলেন। প্রভু যীশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে এসে সারা জীবন ধরে ভালো ভালো কাজের মাধ্যমে ভালো পরিবেশ তৈরির প্রয়াস চালান। প্রভু যীশুর সংস্পর্শে এসে বহু মানুষ পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। প্রভু যীশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে এক সুন্দর বাতাবরন তৈরির জন্য সবসময় প্রয়াস চালিয়েছেন। বড় দিন স্মরনে এসব বার্তাই মেলে ধরলেন শিলিগুড়ি শালবাড়ির বেথেল চার্চ এসোসিয়েশন তথা বেথেল ইন্সটিটিউট অফ থিওলজিক্যাল স্টাডিজের চেয়ারম্যান স্বদীপ্ত স্যামুয়েল। একই বক্তব্য জানিয়েছেন স্বদীপ্তবাবুর স্ত্রী প্রেমলতা স্যামুয়েলও।

বেথেল চার্চ এসোসিয়েশনের মাধ্যমে স্বদীপ্তবাবু এবং তাঁর স্ত্রী বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজ করছেন। মানব পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ছাড়াও দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের সেবা করা , ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে চলেছেন তাঁরা। এর পাশাপাশি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, খাদ্য বিতরন কর্মসূচিও চলে। ১৬ বছর ধরে চলছে তাদের বিভিন্ন মানবিক সেবামূলক কাজ।

প্রভু যীশুর প্রেম ও শান্তির দর্শন নিয়ে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বড় দিন এখন দোরগোড়ায়। চারদিকে শুরু হয়েছে ক্যারল অনুষ্ঠান। ক্যারল সঙ্গীতের মাধ্যমে মঙ্গল কামনা করা হচ্ছে বিভিন্ন পরিবারের। তার সঙ্গে সমাজ ও পৃথিবীর মঙ্গল কামনা এবং শান্তির প্রার্থনা শুরু হয়েছে। রবিবার ১৫ ডিসেম্বর বড় দিনকে সামনে রেখে শিলিগুড়ি ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান ফোরামের তরফে শিলিগুড়ি সূর্যসেন পার্কের মধ্যে নৃত্য সঙ্গীত সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। প্রভু যীশুর ওপর নাচ গানের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুষ্ঠানে প্রভু যীশুর দর্শন নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে সেই সংগঠনের সভাপতি যশোয়া প্রধান ছাড়াও পাস্টার রাজ এলিজা সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাদের বক্তব্যে প্রভু যীশুর প্রেম ও শান্তির দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শিলিগুড়ি রাজবংশী রিপ মিনিস্ট্রির বিশিষ্ট সমাজসেবী কৌস্তভ দত্ত । কৌস্তভ দত্ত শিলিগুড়ি পুরসভাকে ধন্যবাদ জানান সূর্যসেন পার্ক তাদেরকে অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়ায়। কৌস্তভবাবু বলেন, বড় দিন যাকে কেন্দ্র করে তিনি হলেন ঈশ্বর পুত্র যীশুখ্রিস্ট। এই সময় এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলছি। এইসময় আমাদের একমাত্র আশা ভরসা হলো সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। পবিত্র শাস্ত্র বাইবেল বলে, যখন তুমি প্রার্থনা করবে তখন তুমি তোমার দেশ, দেশের মন্ত্রীদের জন্য প্রার্থনা করবে। যেন তোমার দেশ, তোমার রাজ্য এবং তোমার শহর শান্তিতে থাকে। যদি রাজ্য, শহর ও দেশ শান্তিতে থাকে তুমিও শান্তিতে থাকবে। আসুন আমরা শান্তির জন্য সৃষ্টি কর্তা শান্তি রাজের কাছে প্রার্থনা করি। হে ঈশ্বর, বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের রচয়িতা তুমি, তুমি চারদিকে শান্তির পরিবেশ তৈরি করো। আমরা সকলে মিলে যাতে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে থাকতে পারি তারজন্য প্রার্থনা করি। তোমার কাছে আমরা প্রার্থনা করি সৌভ্রাতৃত্ব, শৃঙ্খলা এবং শান্তির জন্য। গোটা বিশ্ব জুড়ে তুমি অস্থির পরিবেশ দূর করো।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় --১৯)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুঁয়ে হ্যাঁয়।' মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি , ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী। ' কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।--মুসাফীর)

(গত সংখ্যার পর)

সংস্কার আমাদের শিক্ষিত করে এবং একটা সুষম জীবনযাপনের পথ দেখিয়ে দেয় এবং সে চলাটাই যখন আমাদের জীবনের গোষ্ঠীগত ভাবের কৃষ্টি হয়ে প্রকাশিত হয় তখনই সেটা সেই গোষ্ঠী বা সমষ্টির সংস্কৃতি বলা যায়। জানিস সুফী মোশাকচকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতে ফেরিওয়ালা এবং নগর সংকীর্ত্তনের একটা বড় ভূমিকা ছিল। আমাদের ঘুম ভাঙতো খোল, করতালের সাথে নাম কীর্তনের আওয়াজে। তারপর সকালে, "মাখন চাই-- টাটকা মাখনগোলা।" ফেরিওয়ালার ডাক ঃ একটু পরেই কাঁধে বাঁক নিয়ে হাঁক--রসগোল্লা, মিষ্টি দই রয়েছে আরো কত সন্দেশ করছে থই থই। ছন্দের মিল থাকুক আর না থাকুক কিন্তু ফেরিওয়ালাদের ডাকটা আমাদের আকর্ষন করতো। কোনদিন যদি কোন ফেরিওয়ালা না আসতো, পরের দিন পাড়ার বড়রা তার কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করতো, খোঁজখবর নিতেন। অজান্তে ফেরিওয়ালারাও আমাদের বৃহৎ পরিবার ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। দুপুর বেলাটা মা-মাসিদের জন্য ফেরিওয়ালাদের চেহারাটা পাল্টে যেত। 'যেমন ছিট কাপড়, বিছানার চাদর, শীতের প্রাক্কালে কাশ্মীরি শাল, আবার বাসনপত্র, ঘটিবাটি , আসেন দেইখ্যা যান একবারটি। 'আবার মাসি দিদা আসতেন ধীর লয়ে ডাকতেন ' মা, মাসি, বোনেরা আলতা পইরা যাও। 'পাড়ার ছোটরা দিদা বলতো, একটু বয়স্করা কাকিমা মাসিমারা মাসি বলে ওনাকে ডাকতেন। কখন যে দুটি ডাক এক হয়ে মাসি দিদা হয়ে গেছে কেউ বলতে পারবে না। আমাদের কিশোর কিশোরীদের সব থেকে বড় আকর্ষন ছিল বিকেলের ফেরিওয়ালা। পরনে সাল কোঁচা দেওয়া জড়িপার লালধুতি , গায়ে রাজস্থানী মার্কা ফতুয়া লাল রঙের। দুই হাতে দুটো বালা তাতে আবার ছোট ছোট ঘুঙরু লাগানো। দুই পায়ে ঘুঙরু বাঁধা। পেটের কাছে বেশ বড় আকারের টিনের বাক্স সামনের দিকটা কাঁচের। একটা চওড়া শক্ত লাল রিবনে বাঁধা বাক্সটি গলায় ঝুলানো। হাতে পেতলের ছোট ঘন্টাটি বাজিয়ে সুর করে বলতো,"শোন, শোন এসেছে রাজা, নিয়ে এসেছি কুরমুর ভাজা, খেতে লাগে বড়ই মজা।' চ্যাপ্টা ছোলা ভাজা বাক্স থেকে বার করে ঝালমুড়ির মতো ঠোঙ্গা বানিয়ে একটু লেবুর রস আর উপরে তখনকার সময়ের হলুদ রঙের পিউরিটি বার্লীর খালি কৌটোর মধ্যে উনার নিজস্ব ফরমূলায় তৈরি মশলা ছড়িয়ে দিতেন। অপূর্ব স্বাদ এটাই হলো কুরমুর ভাজা। মাঝেমাঝে বড়রা অনুরোধ করলে বিভিন্ন ধরনের পূর্ব বাংলার লোকগীতি গেয়ে শোনাতেন সাথে হাতের ও পায়ের ঘুঙরুর মিশ্র আওয়াজে বিষয়টি খুব জমে যেত। এরা সবাই পূর্ব বাংলার ছিন্ন মূল মানুষ। দেশভাগের দাঙ্গার ফলে এদিকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এরা মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে, ক্লান্ত কিন্তু পরাস্ত নয়। রুজি রোজগারের মধ্যে কাব্যকে মিশিয়ে জীবনের পথ চলাকে আনন্দে ভরার চেষ্টা। ওদের কথা-- বাবু অভাব অনটন ছিল থাকবেও,কম আর বেশি তা বলে জীবনটাকে তো শুকনো মরুভূমি করা যায় না। (ক্রমশ)

সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা

ভাস্কর বিশ্বাস
(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

আবারও একটি বছর শেষ হলো। ইতিহাসের পাতায় চলে যাচ্ছে ২০২৪। ভালো মন্দ মিশিয়ে বছরটা কেটেছে। নতুন বছর ২০২৫ আমাদের সামনে এসে কড়া নাড়ছে। চলতি একবিংশ শতকের পঁচিশ বছর। সেই দিক থেকে ২০২৫ বেশ গুরুত্বপূর্ন একটি বছর। নতুন বছরে আরও নতুন আশা নিয়ে আমরা কাজ করবো। মানুষের পাশে থাকবো। আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতির একজন পদাধিকারী হিসাবে থাকার সুবাদে অনেক সামাজিক ও মানবিক কাজ করতে হয়। রক্ত দান থেকে শুরু করে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সারা বছর ধরেই চলতে থাকে। নতুন বছরে সেইসব কাজ আরও গুরুত্ব দিয়ে করা হবে। আরও বেশি বেশি করে গরিব অসহায় মানুষের পাশে থাকার শপথ নেবো নতুন বছরে।

নতুন বছরে বলবো পরিবেশ নিয়ে আমরা আরও বেশি করে সচেতন হবো। এই সময় পৃথিবীর সামনে বহু কিছু চ্যালেঞ্জ। বিজ্ঞান প্রযুক্তি যেমন আমাদের অনেক এগিয়ে দিয়েছে। তেমনি অনেক সমস্যাও তৈরি করেছে। পরিবেশ বা সবুজ না থাকা এক বিরাট সমস্যা। গরম বাড়ছে ভয়াবহভাবে। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে। বিষয়টি সকলকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। সবাই মিলে আমাদের এই পৃথিবীকে উষ্ণায়নের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

বিশ্বের কিছু কিছু দেশে যুদ্ধের বাতাবরন তৈরি হয়েছে। সেই যুদ্ধের পরিবেশ যাতে স্তিমিত হয়ে যায়, যাতে শান্তির পরিবেশ তৈরি হয় তা ভাবতে হবে সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের। কেননা যুদ্ধের জেরে বহু প্রানহানি ঘটছে। বহু মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছে। যুদ্ধ কখনই আমাদের সভ্য সভ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। যুদ্ধ বরঞ্চ আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে। আমরা বিজ্ঞান প্রযুক্তি এ আই টেকনোলজি নিয়ে এগোলে কি হবে আমাদের মনে যদি হানাহানি বা যুদ্ধ যুদ্ধ মনোভাব সবসময় থাকে তবে তা কখনও আমাদের উন্নত সভ্যতার পরিচয় বহন করতে পারে না।

নতুন বছরে মা কালীর কাছে প্রার্থনা করবো, সকলে যেনো ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। সকলকে জানাই নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা।

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা
দূরাভাষ ঃ ৯৪৩৪২২১১৭৫
কৌস্তভ দত্ত
রোজলি দত্ত
কৌণিক দত্ত
ও
ক্রিস্টভ দত্ত
শক্তিগড়, শিলিগুড়ি।